NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

রবি থেকে শেষ পৃষ্ঠায় ফের শুরু

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৬ গোঘাটে বিজেপি নেতার রহস্যজনক মৃত্যু

চিকিৎসকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, মৃত্যু ঘিরে রহস্য ৬

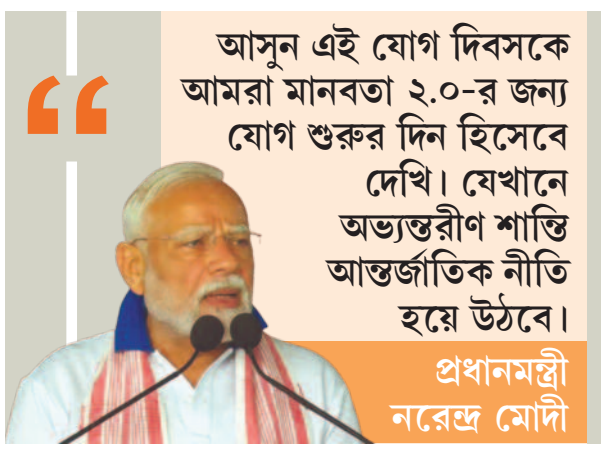

কলকাতা ২২ জুন ২০২৫ ৭ আষাঢ় ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.06.2025, Vol.19, Issue No. 13, 8 Pages, Price 3.00

যোগে সন্ধান বিশ্ব শান্তির

“আসুন এই যোগ দিবসকে আমরা মানবতা ২.০-র জন্য যোগ শুরুর দিন হিসেবে দেখি। যেখানে অভ্যন্তরীণ শান্তি আন্তর্জাতিক নীতি হয়ে উঠবে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বিশাখাপত্তনম, ২১ জুন: যোগ সবার। গ্রাম থেকে শহর। বিশ্বের প্রত্যেক প্রান্তে মানুষ যোগকে নিজের জীবনের অঙ্গ করে নিয়েছে। শনিবার একাদশতম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম থেকে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন বিশাখাপত্তমে ২৬ কিমি. এলাকাজুড়ে ৫ লক্ষ মানুষের সঙ্গে তিনি যোগে অংশ নেন। বিশ্ব শান্তিতে যোগ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

এবছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের থিম ছিল ‘এক পৃথিবী ও এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ’। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘যোগ হল জীবনের শৃঙ্খলা। একইসঙ্গে এটা একটা ব্যবস্থা যেটা আমাদের আমি থেকে আমরা করে। আমরা বিচ্ছিন্ন নই, আমরা প্রকৃতির অংশ।’ এদিন আরকে বিচে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও যোগে অংশ নেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, রাজ্যপাল এস আব্দুল নাজির, উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ এবং সেই রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী নারা লোকেশ।

সেখানেই এক অনুষ্ঠানে মানুষের জীবনে যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৪ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণার জন্য রাষ্ট্রসংঘে আবেদন করে ভারত। সেকথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘১১ বছর পর বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে যোগ। ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালনের জন্য ভারত প্রস্তাব দেওয়ার পরপরই বিশ্বের ১৭৫টি দেশ তা সাদরে গ্রহণ করে।’

বিশ্বের একাধিক অঞ্চলে অশান্তির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এখন অস্থিরতা, চাপানউতোর চলছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের শান্তির দিশা দেয় যোগ।’ যোগ জীবনের ‘পজ বটন’ বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘এই পজ বটন মানুষের দরকার শ্বাস নিতে এবং ব্যালেন্সের জন্য। তারপর আবার পুরোদমে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।’

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আসুন এই যোগ দিবসকে আমরা মানবতা ২.০-র জন্য যোগ শুরুর দিন হিসেবে দেখি। যেখানে অভ্যন্তরীণ শান্তি আন্তর্জাতিক নীতি হয়ে উঠবে।’

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বিশাখাপত্তনমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিলেতের মাটিতে ফের শতরানের পর সামার-সল্ট সেলিব্রেশন ঋষভ পন্থের।

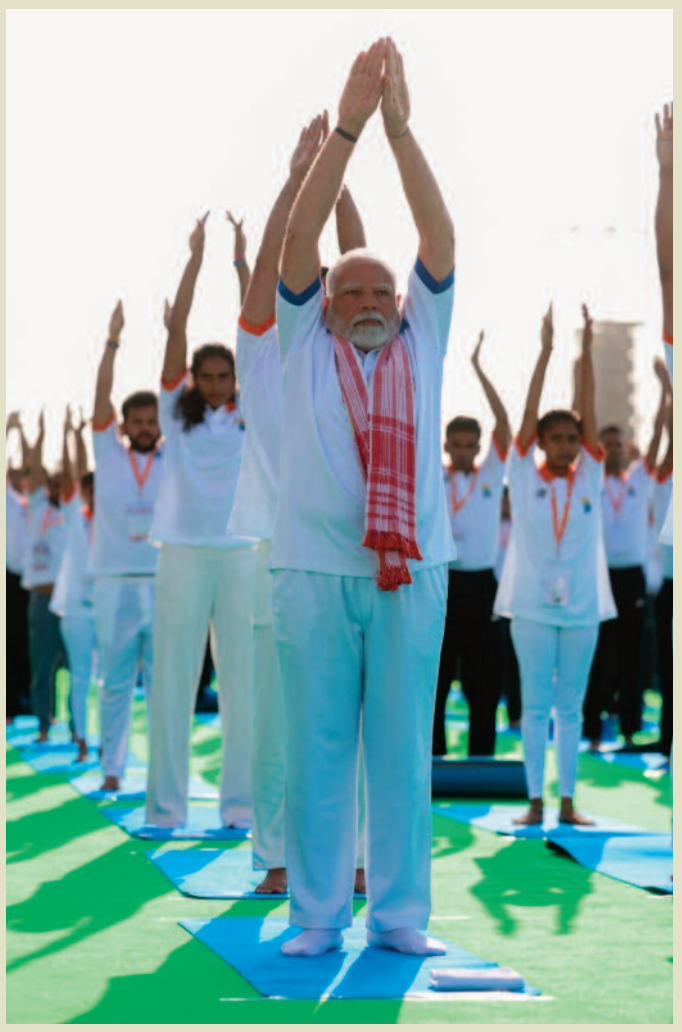

পাকে আর নয় সিন্ধুর জল: শাহ

নয়াদিল্লি, ২১ জুন: সংঘর্ষবিরতি হলেও পাকিস্তানের সঙ্গে কখনওই সিন্ধু জলচুক্তি পুনর্বহাল করবে না ভারত। সিন্ধু জলচুক্তি আর কখনই চালু করা হবে না। কারণ, প্রতিবেশী দেশটি চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘন করেছে। ওরা এবার শুকিয়ে মরুক। এ বার সরাসরি এ কথা জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘পাকিস্তানকে দেওয়া জল এ বার ভারত তার অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যবহার করবে।’

“পাকিস্তানকে দেওয়া জল এ বার ভারত তার অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। আমরা একটি খাল খনন করে পাকিস্তানে প্রবাহিত জল রাজস্থানে নিয়ে যাব।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
অমিত শাহ

সিন্ধু-সংঘাতের এই আবহে শাহের মন্তব্য, ‘আমরা একটি খাল খনন করে পাকিস্তানে প্রবাহিত জল রাজস্থানে নিয়ে যাব। পাকিস্তান অন্যায়ভাবে যে জল পাচ্ছে, তা আর পাবে না।’

প্রসঙ্গত, গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের পরে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছিল নয়াদিল্লি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের সেই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সাহায্য চেয়ে সক্রিয় হয়েছে পাকিস্তান।

■ এরপর ২-এর পাতায়

বন্যার শঙ্কায় কমলা সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিম মেদিনীপুরে বন্যা পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই বড় আকার ধারণ করছে। চন্দ্রকোনার পর ডুবতে শুরু করেছে ঘাটালের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ডুবে গিয়েছে রাজ্য সড়কও। এরই মধ্যে আরও আশঙ্কার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে। জারি হল কমলা সতর্কতা। শুক্রবার রাত থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ আরও বাড়িয়েছে ডিভিসি।

ঝাড়খণ্ডে প্রবল বর্ষণের জেরে জল বাড়ছে দামোদর-বরাকরে, বৃষ্টির জেরে মাইথন-পাঞ্চেত থেকে আরও বেশি জল ছাড়া হচ্ছে। ফলে নিম্ন দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরীতে জলস্তর আরও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আর সেটা হলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হবে হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমানের একাধিক জায়গায়। কয়েক দিন ধরেই ভারী বৃষ্টি হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে। ফলে জল বেড়েছে দামোদর কিংবা সুবর্ণরেখার মতো নদীগুলিতে। জলাধার এবং বাঁধগুলি থেকেও জল ছাড়ছে ডিভিসি। এই পরিস্থিতিতে শনিবার বাংলা-ওড়িশা সীমানা লাগোয়া সুবর্ণরেখা নদীতে হড়পা বান দেখা যায়। প্রথমে নিচু এলাকাগুলিতে জল ঢোকে। পরে জলমগ্ন হয়ে পড়ে উঁচু এলাকাগুলিও। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্যা পরিস্থিতির কারণে এখনও পর্যন্ত ওই জেলার প্রায় ৫০ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, কংসাবতী নদীর বন্যায় তলিয়ে গিয়েছেন লালগড় থানা এলাকার বলরামপুর গ্রামের এক বাসিন্দা।

এই পরিস্থিতিতে ডিভিসি ফের রাজ্যে জল ছাড়ার নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়েছে। প্রাথমিকভাবে রাজ্য

■ এরপর ২-এর পাতায়

আবার বীরভূম, বোমায় বলি দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল ঘিরে উত্তপ্ত বীরভূমের লাভপুর থানার হাতিয়া গ্রাম। বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে অন্তত দু’জনের। আহত বেশ কয়েক জন। শনিবার সকাল থেকে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

মৃতদের নাম শেখ সাবির (২৬) ও শেখ আলমগীর (১৮)। তবে মৃত্যের সংখ্যা বেশি, ঘটনার পরেই দেহ লোপাট করা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। মৃতদের মধ্যে একজন ছাত্র বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর থেকেই পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়।

নকল কয়েন বিক্রি করে বিখ্যাত হাথিয়া গ্রাম। জানা গিয়েছে, গ্রামের দখল কার হাতে থাকবে তা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল অশান্তি রয়েছে। হাতিয়ার বুথ সভাপতি শেখ মইনুদ্দিন ও তাঁর সহযোগী শেখ মুস্তাফি বনাম নকল কয়েন বিক্রেতাদের মাথা শেখ মনিরের দ্বন্দ্ব। গত প্রায় মাসছয়েক ধরে ফেরার ছিলেন শেখ মইনুদ্দিন

■ এরপর ২-এর পাতায়

মাদক আটক

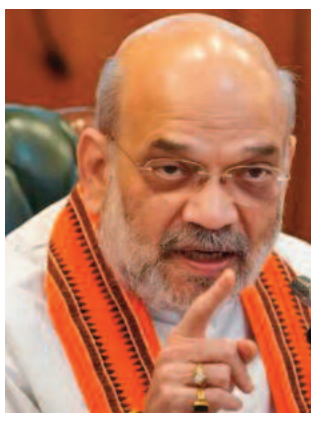

■ আরপিএফের তৎপরতায় শিয়ালদহ স্টেশনে একটি বড় মাদক চক্রের ছক ভেস্তে গেল। ১৯ জুন, ২০২৫ তারিখে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ শিয়ালদহ স্টেশনের ১২ ও ১৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে রুটিন তল্লাশির সময় আরপিএফ সদস্যরা দুইটি ব্যাগ হাতে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করেন। ধৃত ব্যক্তির নাম আব্বাস আজমেরি (৫১), রাজস্থানের বাসিন্দা। তিনি জানান, তিনি আজমের থেকে এসেছেন এবং কেউ একজন এসে তাঁর মালপত্র নেবে বলে জানিয়েছিলেন। তবে পণ্যের বিস্তারিত তথ্য দিতে পারেননি তিনি।

‘বাংলাদেশি’ তকমা দিয়ে বাসিন্দাকে পুশ-ব্যাক নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভিন রাজ্যে আটক করে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাকে ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী’ বলে চিহ্নিত করে পুশব্যাক করার আগে রাজ্য সরকারকে বিস্তারিতভাবে জানাতে হবে; এমনটাই চাইছে নবান্ন। প্রশাসনের শীর্ষ মহলে ঠিক হয়েছে, এ নিয়ে কেন্দ্রকে বার্তা পাঠানো হবে।

সরকারের অবস্থান স্পষ্ট, পুশব্যাক করার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাগরিকত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় নথি যাচাই করতে হবে। পাশাপাশি, কোনও রাজ্যের বাসিন্দা আটক হলে তার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আগে রাজ্য সরকারকে জানাতে হবে। রাজ্য সরকার সেই তথ্য খতিয়ে দেখে কেন্দ্রকে রিপোর্ট পাঠাবে। তার পরেও যদি তিনি প্রকৃত অনুপ্রবেশকারী হন, তাহলেই শুধুমাত্র পুশব্যাক করা যেতে পারে।

কেন্দ্রকে বার্তা রাজ্যের

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ ও উত্তর ২৪ পরগনার কয়েকজন বাসিন্দাকে মহারাষ্ট্র পুলিশ আটক করে আগরতলায় নিয়ে গিয়ে বিএসএফের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। এই বিষয়ে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল। পরে ওই ব্যক্তিরা বাংলাদেশ থেকে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে গোটা বিষয়টি সামনে আসে। এরপর বিএসএফের সহায়তায় তাঁদের ফেরানোর উদ্যোগ নেয় রাজ্য।

এই ঘটনার পরেই সক্রিয় হয় নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভা ও নবান্ন থেকে কেন্দ্র এবং বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের বৈধ বাসিন্দাদের জোর করে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল।

সুকান্তর ‘যৌনকর্মী’ মন্তব্যে ক্ষমা দাবি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডক্টর রজতশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যাওয়ার পথে শুক্রবার কলকাতা পুলিশের বাধার মুখে পড়েন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কনভয় মাঝপথে আটকে দেওয়া হয়। এরপর পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ বচসার পর সুকান্ত মজুমদার ও রজতশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় গাড়ির ভিতরে বসেই পুলিশের উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী।

সুকান্তর অভিযোগ, ‘আপনারা আইনটাকে সোনাগাছির সেক্স ওয়ার্কারে পরিণত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের আইনটা।’ তাঁর এমন মন্তব্যের ৮ সেকেন্ডের ভিডিয়ো-সহ মন্তব্যটি প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে ঝড়। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। দলের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডল থেকে ভিডিওটি প্রকাশ করে কটাক্ষ করা হয়, ‘এ শুধু নারী-অপমান নয়, বিকৃত রাজনৈতিক মানসিকতার প্রতিফলন।’

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সরাসরি আক্রমণ করে বলেন, ‘সুকান্ত মা-বোনেদের অপমান করেছেন। যৌনকর্মীদের পেশাকে হেয় করেছেন। তাঁকে হাতজোড় করে

■ এরপর ২-এর পাতায়

ইরানে দুই শীর্ষ কম্যান্ডার নিহত, সস্ত্রীক বিজ্ঞানীও

জেরুজালেম, ২১ জুন: পরমাণু বোমা তৈরির স্বপ্ন থেকে বহুদূর পিছিয়ে গিয়েছে ইরান! গত এক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকা যুদ্ধের মাঝেই এবার দাবি করল ইজরায়েল। এক জার্মান সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রী গিদন সার জানিয়েছেন, ইজরায়েলের লাগাতার হামলায় ইরানের পরমাণু বোমা তৈরির স্বপ্ন অন্তত ২-৩ বছর পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ইজরায়েলের দাবি ছিল পরমাণু বোমা তৈরির একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে ইরান। অন্তত ১৫ দিনের মধ্যে তারা বোমা তৈরি করে ফেলতে পারে। এই আশঙ্কা থেকে ১৩ জুন ইরানের মাটিতে সুপরিকল্পিত হামলা চালায় ইজরায়েল।

এদিকে, ইজরায়েলের হামলায় ইরানের সশস্ত্র বাহিনী ইরানিয়ান রেভলিউশনারি গার্ডসের (আইআরজি) দুই শীর্ষ কমান্ডারের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার এমনটাই দাবি করেছেন ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাট্‌জ। জানিয়েছেন, ইরানের একটি বহুতলে হামলা চালানো হয়েছে। তাতে মৃত্যু হয়েছে আইআরজি কমান্ডার সইদ ইজাদির। এ ছাড়া গভীর রাতে আইআরজি-র আরও এক কমান্ডার বেনহ্যাম শরিয়ারির গাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। তাঁরও মৃত্যু হয়েছে। কাট্‌জকে উদ্ধৃত করে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স। ইরানের তরফে সরকারি ভাবে এই হামলা সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। দুই কমান্ডারের মৃত্যুও এখনও নিশ্চিত করেনি তেহরান।

অন্যদিকে, ইজরায়েলের হামলায় ইরানের আরও এক পরমাণু বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বাড়িতে আছড়ে পড়ে ইজরায়েলি বোমা। গুঁড়িয়ে যায় গোটা বাড়িই। শুধু ওই বিজ্ঞানী একা নন, তাঁর স্ত্রীরও মৃত্যু হয়েছে বলেই খবর। এই নিয়ে ইজরায়েলি হামলায় ইরানের ১০ পরমাণু বিজ্ঞানীর মৃত্যুর খবর মিলল।

ইরান সরকারের নিয়ন্ত্রিত

■ এরপর ২-এর পাতায়

EXECELLENCE | INNOVATION | ENTREPRENEURSHIP
SWAMI VIVEKANANDA UNIVERSITY
MOST PROMISING PRIVATE UNIVERSITY IN WEST BENGAL
UGC Recognized
CENTRE OF EXCELLENCE
IBM | BOSCH | cadence | ICICI | Microsoft | AARFIVE DESIGNS | ORACLE | Elephant Robotics
ADMISSION ENQUIRY : +91 7044086270
Barrackpore-Barasat Rd, Sewli Telinipara
Malir Math, Bara Kanthalia, West Bengal - 700121
www.swamivivekanandauniversity.ac.in
SWAMI VIVEKANANDA GROUP OF INSTITUTES
ADMISSION ENQUIRY : +91 9831084446 / 7003029267
Sonarpur Station Rd, Karbala More, Kumarkhali,
Narendrapur, Kolkata, Rajpur Sonarpur, West Bengal 700103
www.svist.org
REGENT EDUCATION AND RESEARCH FOUNDATION
ADMISSION ENQUIRY : +91 9830520866 / 9831103784
Bara kanthalia, Barrackpore, Telini Para, Kolkata - 700121
www.rerf.in
APPROVED BY AICTE | NAAC ACCREDITED | AFFILIATED TO MAKAUT AND WBSCTE
PROGRAMS OFFERED
Diploma | B.Tech | M.Tech | Ph.D.
Agriculture | Bio Technology | Microbiology
BMRIT | BMLT | Hospital Management | BBA
MBA | Physiotherapy | BCA MCA | Nutrition
Multimedia And Animation | Optometry
Psychology | Journalism
Hotel Management | Law
ADMISSION OPEN NOW
2025-2026
West Bengal Student Credit Card Scheme Available

সিউড়ির আইসিকে ‘বালি মাফিয়া’ কাজল শা’র সংবর্ধনার ভিডিও এনে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও পোস্ট করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই ভিডিওতে তিনি লেখেন, ‘সিউড়ি থানার আইসি সঞ্জয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা দিলেন এক ‘তোলামূল’ নেতা।’ কিন্তু সেই ‘নেতা’র পরিচয় সামনে আসতেই শুরু হয়েছে বিস্ফোরক রাজনৈতিক বিতর্ক। এক ভিডিও প্রকাশ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানালেন, ‘যে পুলিশ অফিসারকে আপনি ভিডিওতে দেখছেন, তিনি সিউড়ি থানার আইসি সঞ্জয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর যিনি তাকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন, তিনি হলেন প্রথিতযশা বালি মাফিয়া।’ শুভেন্দুর অভিযোগ, ‘কাজল শা’র কৃতিত্বেই ময়ূরাক্ষী নদীর গতিপথ বদলে গেছে। সাবেক বীরভূমের জেলাশাসক মৌমিতা বসু গোদারার বাংলোয় বোমাবাজির প্রধান অভিযুক্ত এই কাজল শা। বাঁশখোর গ্রামে খুনের মামলাতেও তাঁর নাম রয়েছে।’ শুভেন্দু আরও কটাক্ষ করে বলেন, ‘সিউড়ি থানার আইসির গদগদ ভাব দেখলেই বোঝা যায়, এই মহানুভবের হাত থেকে সম্মান পেয়ে তিনি কতটা আহ্লাদিত। তোলামূল কিন্তু শুধু পুলিশ বা পুলিশের পরিবারের মা, বোন, স্ত্রীদের গালাগালিই দেয় না, প্রয়োজনে এভাবেই সম্মানও দিয়ে থাকে।’ এই ভিডিও সামনে আসার পর বীরভূম জেলা পুলিশের ভূমিকা ও শাসক দলের স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। তবে এ বিষয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এসইআর সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশ নিলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র। উপস্থিত ছিলেন পিএইচওডি-র অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার সৌমিত্র মজুমদার এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

কলকাতায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে স্বাগত জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

বন্যার শঙ্কায় কমলা সতর্কতা

■ প্রথম পাতার পর

সরকারকে জানানো হয়েছিল ৬০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হবে, কিন্তু শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত ইতিমধ্যেই ডিভিসি প্রায় ৭১ হাজার কিউসেকেরও বেশি জল ছেড়েছে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে। এর জেরে রাজ্যে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, রাজ্যকে না জানিয়ে আর জল ছাড়া যাবে না।

ডিভিসির আচরণে অসন্তুষ্ট নবান্নের দাবি, বারবার বলার পরেও রাজ্যকে না জানিয়ে অতিরিক্ত জল ছেড়ে দিচ্ছে ডিভিসি। এতে রাজ্যের নিচু এলাকা প্লাবনের মুখে পড়ছে। বন্যা পরিস্থিতি যাতে আরও না বাড়ে, তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি জেলার উপর আলাদা করে নজরদারি চালানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, মানুষের পাশে থাকতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে; আগাম পরিকল্পনা ছাড়া জল ছাড়লে ক্ষতি অনিবার্য।

ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলার বন্যা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে প্রশাসনিক কর্তাদের ফোনেই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার নবান্নে বৈঠক চলাকালীন তিনি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের ফোন থেকে জেলায় জেলায় প্রশাসনিক কর্তাদের ফোন করেন। হাওড়ার আমতা, উদয়নারায়ণপুর মন্ত্রী পুলক রায়, পশ্চিম মেদিনীপুরে মানস ভুঁইয়া, হুগলির আরামবাগ, গোঘাটে ফিরহাদ হাকিম ও বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার পরিস্থিতির উপরে নজরদারির জন্যে মলয় ঘটককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

পাকে আর নয় সিন্ধুর জল

■ প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি, সিন্ধু এবং তার দুই উপনদীর জল না পেলে ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, ‘সিন্ধুর জল আটকানো হলে তা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হিসেবে ধরা হবে।’

এদিন, সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে শাহ বলেন, ‘আন্তর্জাতিক চুক্তি একতরফাভাবে বাতিল করা যায় না। তবে তা স্থগিত করার অধিকার রয়েছে। আমরা তা-ই করেছি। দুই দেশের শান্তি ও অগ্রগতির জন্য এই চুক্তির সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু সেই শর্ত লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। তাই আর কোনও রাস্তা নেই।’

পহেলগাঁও হামলার নিন্দা করে শাহ বলেন, ‘বৈসরনে নির্মমভাবে পর্যটকদের হত্যা করা হয়েছে। কাশ্মীর উন্নতির পথে এগোচ্ছিল। উপত্যকার শান্তি বিঘ্নিত করতে এবং কাশ্মীরি যুবকদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করতেই এই পরিকল্পিত হামলা। ভারতও তাই এর কড়া জবাব দিতে দেরি করেনি। তবে কাশ্মীরের পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক হচ্ছে। পর্যটকরা ফিরছেন। এটি যথেষ্ট ইতিবাচক।’

উল্লেখ্য, ৯ বছরের আলোচনার পরে ১৯৬০ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় সিন্ধু জলচুক্তি সই করে ভারত ও পাকিস্তান। চুক্তি অনুযায়ী, জলের নিরিখে সিন্ধু এবং তার শাখা ও উপনদী মিলিয়ে ৩০ শতাংশ ভারত ও ৭০ শতাংশ পাকিস্তান পাবে বলে বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তিতে বলা হয়েছিল। তবে পশ্চিমের তিন নদীর জলের উপর অধিকার না থাকলেও চুক্তি অনুযায়ী তা থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বাধা নেই ভারতের। তাই চুক্তি মেনেই ওই নদীগুলির উপর বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের পর সেই বাঁধগুলির স্লুইস গেট বন্ধ করে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ শুরু করেছে নয়াদিল্লি। যা নিয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছে ইসলামাবাদ।

ইরানে দুই শীর্ষ কম্যান্ডার নিহত, সস্ত্রীক বিজ্ঞানীও

■ প্রথম পাতার পর

সংবাদমাধ্যম ‘তেহরান টাইমস’-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ইরানের পরমাণু বিজ্ঞানী সইদ ইসার তাবাতাবায়ের বাড়িতে ইজরায়েলি বোমা আছড়ে পড়ে। সেই সময় বাড়িতে তাঁর স্ত্রীও ছিলেন। হামলায় দু’জনেরই মৃত্যু হয়। ওই বিজ্ঞানী ইরানের শরিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন তিনি।

যুদ্ধ পরিস্থিতি মাঝেই এবার হঠাৎ কেঁপে উঠল ইরানের মাটি। শনিবার ৫.১ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় ইরানের সেমনান এলাকায়। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর সেমনান থেকে ২৭ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত অনুভূত হয় এই কম্পন। ৯ দিন ধরে ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে চলা যুদ্ধের মাঝে রহস্যময় এই ভূমিকম্প বিশ্বজুড়ে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। এটি নিছক ভূমিকম্প নাকি পরমাণু পরীক্ষা করেছে ইরান? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পাশাপাশি ইরানের মাটির নিচের বাঙ্কারে ইজরায়েল কোনওরকম হামলা চালিয়েছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সুকান্তর ‘যৌনকর্মী’ মন্তব্যে

■ প্রথম পাতার পর

ক্ষমা চাইতে হবে।’ তাঁর কথায়, ‘যৌনকর্মীরা বছরের পর বছর ধরে বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের সম্মানের জায়গা তৈরি করেছেন। সুকান্ত সেই সংগ্রামকেই তুচ্ছ করেছেন। এটা বিজেপির নারীবিদ্বেষী মানসিকতারই প্রকাশ।’ কুণাল আরও বলেন, ‘বীরবাহা হাঁসদাকে নিয়েও এর আগে বিজেপি অপমানজনক মন্তব্য করেছে।’

বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা সুকান্ত মজুমদার দু’বারের সাংসদ, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে শাসক দলের প্রশ্ন; এমন দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে এই ধরনের মন্তব্য কতটা শোভন? তৃণমূলের দাবি, সুকান্তকে দলীয়ভাবে শাস্তি দিতে হবে এবং বিজেপিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। তবে এখনও পর্যন্ত বিজেপির পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

আবার বীরভূম, বোমায় বলি দুই

■ প্রথম পাতার পর

ও তাঁর সহযোগী শেখ মুস্তাফি। শুক্রবার সন্ধ্যে গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করে শেখ মইনুদ্দিন ও তাঁর সহযোগী শেখ মুস্তাফি। অভিযোগ, শুরুতেই তাঁদের আটকে দেয় শেখ মনিরের লোকজন। হাথিয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে দু’পক্ষের মধ্যে তুমুল মারামারি শুরু হয়। ফের ৩টের সময় গ্রামে ঢুকতে চেষ্টা করে শেখ মইনুদ্দিন ও তাঁর সহযোগী শেখ মুস্তাফি। আবারও আটকে দেওয়া হয় তাঁদের। এরপর সকাল ৭টায় আবার দলবল নিয়ে গ্রামে ঢুকতে যান শেখ মইনুদ্দিন ও তাঁর সহযোগী শেখ মুস্তাফি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৬/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৬৬৬ নং এফিডেভিট বলে Arun Nandy S/o. Kartick Chandra Nandy ও Arun Kr Nandy S/o. K. Ch. Nandy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৬/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৭৫৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammod Nuruzzaman Mondal S/o. Abdul Kashem Mondal (old name) R/o. Meshra, Kalachara, Haripal, Hooghly-712405, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md Nuruzzaman Mondal S/o. Abul Kashem Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Mohammod Nuruzzaman Mondal S/o. Abdul Kashem Mondal & Md Nuruzzaman Mondal S/o. Abul Kashem Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/১০/২০২১ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৬৬১৩ নং এফিডেভিট বলে Sujoy Das S/o. Swadesh Das ও Sujoy Kumar Das S/o. Swadesh Ranjan Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৫/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৭০ নং এফিডেভিট বলে আমি Mirajul Haque Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ekramul Haque Mondal ও Jiarul Haque Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

সংশোধনী

গত ইং ১৯.০৬.২০২৪ তারিখের শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের ২ পাতার ৫ নং কলামের ৪ নং বিজ্ঞাপনের ১৪ নং লাইনে **“IV-69-2003”** এর পরিবর্তে **“IV-69-2023”** এবং ১৬ নং লাইনে “১০ নং” এর পরিবর্তে “২০ নং” পড়িতে হইবে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২ শে জুন, ৭ ই আষাঢ় । রবি বার, । দ্বাদশী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ অম্বুবাচী শুভারম্ভ । শ্রী শ্রী কামাক্ষা দেবীর মহা পুজা মহা মেলা। কবি শেখার কালিদাস রায় র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

CHANGE OF NAME

I, Shah Mohammed S/O, Noor Md, Age- 37 years, Resident- 2/H/6, Kasai Bustee 2nd lane, P.O. & P.S.- Narkeldanga, Kolkata-700011 do hereby solemnly affirm and declare before the 1st class judicial magistrate at Sealdah Court vide affidavit No. 5747, dated 19.06.2025 that my correct name is Shah Mohammed but in my previous Passport No. K8130715 My name is recorded as Shah Md. That SHAH MOHAMMED and SHAH MD both are same and one identical person. Henceforth. I shall known as SHAH MOHAMMED Instead SHAH MD.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)শ্রী **শচীন্দ্রনাথ কর্মকার ওরফে শচীন কর্মকার**, পিতা বিষ্টুচরন কর্মকার ওরফে বিষ্ণুপদ কর্মকার ২)**শ্রী সন্দীপ কর্মকার, ৩)শ্রী অশোক কুমার কর্মকার ওরফে অশোক কর্মকার**, ২ ও ৩ নং এর পিতা বিষ্ণুচরন কর্মকার, সকলের পিতা আনন্দনগর বাঁকিপুর, সোমড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়গণ বিগত ইং ১২/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3678/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাদেরকে **(১)শ্রী সন্দীপ পাল** পিতা ৺নিমাই পাল ও **২)শ্রী দিলীপ দেবনাথ** পিতা ৺ধীরেন্দ্রনাথ দেবনাথ, উভয়ের সাকিম বালিগড়ি, সোমড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২১২৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নামা বলে আমরা নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০২/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5368/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী রতন ভৌমিক** পিতা ৺খগেন ভৌমিক, সাকিম মশড়া, সোমড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ৪.২১ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা সোমড়া, ৩৭ নং জে. এল. ভুক্ত, ১)হাল এল.আর. ৯৫৪ নং খতিয়ানে, সাবেক ৪৬৬ তথা হাল এল.আর ৮১০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪১ শতকের মধ্যে ০.১৬৬৭ অংশে ০৭ শতক তন্মধ্যে ১.৪০ শতক, ২)হাল এল.আর. ৯৫৫ নং খতিয়ানে, সাবেক ৪৬৬ তথা হাল এল.আর ৮১০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪১ শতকের মধ্যে ০.১৬৬৭ অংশে ০৭ শতক তন্মধ্যে ১.৪০ শতক, এবং ৩)হাল এল.আর. ৯৫৬ নং খতিয়ানে, সাবেক ৪৬৬ তথা হাল এল.আর ৮১০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪১ শতকের মধ্যে ০.১৬৬৭ অংশে ০৭ শতক তন্মধ্যে ১.৪১ শতক, একুনে তিনটি খতিয়ানে মোট ৪.২১ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী রতন ভৌমিক** পিতা ৺খগেন ভৌমিক, তাহার উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী শিল্টু মল্লিক** (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী স্বপন মন্ডল, ২)শ্রী গোপাল মন্ডল** উভয়ের পিতা ৺বাদল চন্দ্র মন্ডল, **৩)শ্রীমত্যা স্বপ্না মন্ডল** স্বামী ৺অজিত কুমার মন্ডল, **৪)পম্পা মন্ডল** পিতা ৺অজিত কুমার মন্ডল, **৫)শ্রীমত্যা মাধবী মন্ডল**, স্বামী ৺অশোক কুমার মন্ডল, **৬)শ্রী অনুপ মন্ডল** পিতা ৺অশোক কুমার মন্ডল, সকলের সাকিম কালিতলা বাসুদেবপুর, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৯/১২/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-8545/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ**, পিতা ৺ফটিক চন্দ্র ঘোষ, সাকিম সুলতানপুর, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ৩১/০১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-1038/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী অসীম দাস** পিতা শ্রী অমল দাস, সাকিম কোঁচাটী, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩ মহাশয়কে ০২ কাঠা ১০ ছটাক ৪২ বর্গফুট বা কমবেশী ০.০৪৪ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিবেনী বৈকুন্ঠপুর, ৩৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৮৫৯ ও ৮৫ নং খতিয়ানে, সাবেক ১২০ তথা হাল এল.আর ১৩৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০.৪৬৯ একর মধ্যে ০.০৫৩ একর তন্মধ্যে ০২ কাঠা ১০ ছটাক ৪২ বর্গফুট বা কমবেশী ০.০৪৪ একর অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী অসীম দাস** পিতা শ্রী অমল দাস, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী নিহার মন্ডল** পিতা মনোরঞ্জন মন্ডল সাকিম বৈঁচিগ্রাম পূর্বপাড়া, বৈঁচিগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ মহাশয় বিগত ইং ০৪/০৪/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1673/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী শিল্টু মল্লিক**, পিতা আলাউদ্দিন মল্লিক, সাকিম গোয়াড়া, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০২/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2926/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সাবানা খাতুন** স্বামী শিল্টু মল্লিক, সাকিম গোয়াড়া, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ মহাশয়াকে কমবেশী ৩.৩০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বৈঁচিগ্রাম, ২০ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৯৩৩৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৫০৫৪ তথা হাল এল.আর ৫২৯৮ নং দাগে পুকুর পাড় সম্পত্তি ষোল আনায় ১০৬ শতকের মধ্যে ০.০২৭৩ অংশে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সাবানা খাতুন** স্বামী শিল্টু মল্লিক, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**শ্রী শিল্টু মল্লিক** (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী চারু চন্দ্র রায়** পিতা ৺মহিমা চরণ রায়, **২)শ্রী অয়ন রায়** পিতা শ্রী চারু চন্দ্র রায়, উভয়ের সাকিম ২নং কাপাসডাঙ্গা প্রাইভেট কলোনী, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়গণ বিগত ইং ০৬/০৮/২০১৩ সালে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-172/2013 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে **শ্রী নিখিল দাস** পিতা শ্রী ধীরেন দাস সাকিম ১/২০ কাপাসডাঙ্গা কলোনী, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী নিখিল দাস** নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৫/০২/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-808/2014 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী বিবেকানন্দ বালা** পিতা ৺মনোহর বালা সাবেক সাকিম সুভাষনগর, চুঁচুড়া, হুগলী, হাল সাকিম ২নং কাপাসডাঙ্গা প্রাইভেট কলোনী, বাঁশতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে ০১ কাঠা ১২ ছটাক ০৪ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত শ্রী বিবেকানন্দ বালা তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই বিগত ইং ১১/১২/২০১৮ তারিখে ডি.এস.আর.-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-14964/2018 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী অর্পিতা দে** পিতা ৺পিন্টু দে সাকিম ৩৩নং নতুনপাড়া, ঘোলারোড, বেলঘরিয়া, নন্দননগর, বেলঘরিয়া, উঃ ২৪পরগণা-৭০০০৮৩, মহাশয়াকে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কাপাসডাঙ্গা, ১০ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক ৭৬৯ তথা হাল এল.আর. ২৫৭৮ নং খতিয়ানে, সাবেক ৬৮২ তথা হাল এল.আর ১৩৭২ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ০.০৩৮ একর মধ্যে ০.৭৫০০ অংশে ০.০২৯ একর বা বাংলা মাপে ০১ কাঠা ১২ ছটাক ০৪ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী অর্পিতা দে** পিতা ৺পিন্টু দে, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন

সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র

সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,

সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী দুর্গা মুদালিয়া** স্বামী শ্রী কার্ত্তিক মুদালিয়া সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়া বিগত ইং ২০১৫ সালে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-0337/2015 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী কার্ত্তিক মুদালিয়া** পিতা শ্রী প্রেমাল মুদালিয়া সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৪/০৭/২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-3479/2015 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী রবীন্দ্র কুমার সাউ** পিতা গোপীনাথ সাউ, **২)শ্রীমতী রীতা সাউ** স্বামী শ্রী রবীন্দ্র কুমার সাউ, উভয়ের সাকিম শুভদ্রানগর ও সাপুইপাড়া, বালী, হাওড়া-৭১১২২৭ মহাশয়/মহাশয়াদ্বয়কে ০১ কাঠা ০৬ ছটাক ০৭ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা নলডাঙ্গা, ৬ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক ৩১০ তথা হাল এল.আর. ৪২৪ নং খতিয়ানে, সাবেক ৩৯৫ তথা হাল এল.আর ৪২২ নং দাগে বাগান জমি ০২ কাঠা ১২ ছটাক ১৩ বর্গফুট তন্মধ্যে ০১ কাঠা ০৬ ছটাক ০৭ বর্গফুট অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী রবীন্দ্র কুমার সাউ** পিতা গোপীনাথ সাউ ও **২)শ্রীমতী রীতা সাউ** স্বামী শ্রী রবীন্দ্র কুমার সাউ, তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী সত্যরঞ্জন শীল** , পিতা - মৃত কার্ত্তিক চন্দ্র শীল,সাকিম - খামারপাড়া বকুলতলা লেন (ঘোষপাড়া), বাঁশবেড়িয়া , চুঁচুড়া, হুগলী। পিন-৭১২৫০২ মহাশয় বিগত ইং ২৫/০৫/২০২২ তারিখে হুগলী ডি.এস.আর.২ নং অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-৩১০০/২০২২ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী দেবাশীষ চৌধুরী**, পিতা মৃত অবনী চৌধুরী, সাকিম - শঙ্খনগর ,বাঁশবেড়িয়া, মগরা , হুগলী, পিন-৭১২৫০২, মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **তপশীল** - জেলা - হুগলী, থানা - মগরা , মৌজা - বাঁশবেড়িয়া , জে. এল. নং - ৫৩ , হাল এল.আর. ৫৪৩১ ও ৫৩৩৬ নং খতিয়ানভুক্ত , আর.এস. - ১৯৪০ নং ও হাল এল.আর ৩০১০ নং দাগে শালি জমির পরিমান ০.৩৩৮ একর সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত সম্পত্তিটি বিক্রয় করিবার ঘোষণা করিলে বড়পাড়া চকবাঁশবেড়িয়া (চুড়ি মহল্ল্যা) নিবাসী **মহঃ বিহারী** , পিতা - মহঃ আমন মহাশয়কে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ০.৩৩৮ একর সম্পত্তির মধ্যে ৪ কাঠা সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হন, আমার মক্কেল হুগলী ডি.এস.আর. ১ নং অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-০৩৩৬৯/২০২৪ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে **মহঃ বিহারীকে** বিক্রয় করেন। তৎপরে **মহঃ বিহারী** তাহার খরিদকৃত ৪ কাঠা সম্পত্তি মধ্যে ২ কাঠা সম্পত্তি ৩৫/২ আই.এস.রোড, হাজিনগর, নৈহাটী নিবাসী **রাজিয়া খাতুন**, স্বামী- আশরফ আলী মহাশয়াকে হুগলী এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-০৩৪২৫/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল করিয়া বিক্রয় করিয়া দেন। ও তাহার বক্রী ২ কাঠা সম্পত্তি সপ্তগ্রাম, মগরা, হুগলী নিবাসী **নুরজাহান বিবি**,স্বামী - মহঃ উসমান মহাশয়াকে হুগলী এ. ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-০৩৪২৪/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল করিয়া বিক্রয় করিয়া দেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **রাজিয়া খাতুন** ও **নুরজাহান বিবি**, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

।। নোটিশ ।।

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, SEKHA BHATTACHARYA, W/o - Ashok Kumar Bhattacharya, সাকিম - সুভাতলা, পোঃ - বৈদ্যবাটী, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২২২২, বিগত ইং ১১/০৫/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV - 122/2021 নং আমমোক্তার দলিল মূলে SHAMIM AKHTAR, S/o - Late Nasir Ahmed, সাকিম - ২৪, আর.বি.এস. রোড, চাঁপদানি, পোঃ-বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলী, পিন-৭১২২২২, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে NIZAMUDDIN KHAN, S/o - Bablu Khan, সাকিম ১৪০, আর.বি.এস. রোড, শাহী মঞ্জিল, চাঁপদানি, পোঃ- বৈদ্যবাটী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২২২২ মহাশয়কে I-3376/2021 নং দলিল মূলে ০.০৪০ একর বা ২ কাঠা ৭ ছটাক ২০ বর্গফুট বিক্রয় করেন।

:: তপশীল ::

জেলা - হুগলী, থানা শ্রীরামপুর, মৌজা - দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. ০৪, হাল আর. এস. খতিয়ান ১৫৭৪/১ আর.এস. দাগ নং - ৪২২৪, হাল এল.আর. খতিয়ান ১৩৫৭, ১৮১০, ২৭৪৭, এল.আর. দাগ নং -৪৮৪৫,৪৭৪৬ দাগে শুনা জমি ০.০৪০ একর বা ২ কাঠা ৭ ছটাক ২০ বর্গফুট। অত্র দলিলে বিক্রয় করা আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

মহঃ আফজাল হোসেন (এ্যাডভোকেট)
শ্রীরামপুর কোর্ট

- বিজ্ঞপ্তি -

পাওয়ার দাতা: ১) শ্রীমতী অর্চনা চট্টোপাধ্যায়, স্বামী শ্রী সমীর চট্টোপাধ্যায়, সাং-স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া, ২) শ্রীমতী অপর্ণা চট্টোপাধ্যায় স্বামী শ্রী সুপ্রিয় চ্যাটার্জী, সাং- ইসমাইল, শতাব্দী নগর, মুড়ি পুকুর, আসানসোল, ৩) শ্রীমতী জয়ন্তী কুণ্ডু স্বামী শ্রী অচিন্ত্য কুন্ডু, সাং- রবীন্দ্র নগর, হীরাপুর, আসানসোল পাওয়ার গ্রহীতা: শ্রী মানস আচার্য্য, পিতা- স্বর্গীয় পঞ্চানন আচার্য্য, সাং গ্রাম ও পোস্ট-ওন্দা, বাঁকুড়া, কোবালা গ্রহীতা: শ্রী কৃষ্ণদাস দে পিতা-স্বর্গীয় মদন মোহন দে, সাং- গোগড়া, ওন্দা, বাঁকুড়া, পাওয়ার নং-010801238/2022, তারিখ-১৫.০৩.২০২২, পরিমান ২.০০ শতক তপশীল- মৌজা- পুষ্কা, জে এল নং ২৩৯, দাগ নং-১১০৫ পরিমান -১.৮০ শতক দাগ নং-১১০৫-০.২০ শতক, মোট -২.০০ শতক।

- বিজ্ঞপ্তি -

পাওয়ার দাতা: ১) শ্রী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা-স্বর্গীয় সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় ওর্ফে সাথীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং-কুমার ডাঙ্গা, ওন্দা, বাঁকুড়া, ২) শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা স্বর্গীয় গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং কুমার ডাঙ্গা, ওন্দা, বাঁকুড়া, সাং কুমার ডাঙ্গা, ওন্দা, বাঁকুড়া, পাওয়ার গ্রহীতা: শ্রী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা-স্বর্গীয় সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় ওর্ফে সাথীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং ও পোস্ট-ওন্দা, বাঁকুড়া কোবালা গ্রহীতা: (১) শ্রী সমীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা স্বর্গীয় শোভন ব্যানার্জী, সাং-কুমার ডাঙ্গা, ওন্দা, বাঁকুড়া (২) শ্রী সৌমেন ব্যানার্জী, পিতা- স্বর্গীয় শোভন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং-কুমার ডাঙ্গা, ওন্দা, বাঁকুড়া পাওয়ার নং-IV-61/2013, তারিখ-২৮.১০.২০২৩, পরিমান ২.৩২ শতক, তপশীল- মৌজা- কুমারডাঙ্গা, জে এল নং-১৪৫, খতিয়ান নং-৪৪৮, পরিমান -০.৬৬ শতক, দাগ নং -245, খতিয়ান নং 451, পরিমান-১.৬৬ শতক।

- বিজ্ঞপ্তি -

পাওয়ার দাতা: ১) শ্রীমতী বুলবুল ব্যানার্জী, স্বামী বোমকেশ ব্যানার্জী সাং রামডাঙ্গা, চোপড়া গলি, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, ২) শ্রীমতী অশোকা ব্যানার্জী, স্বামী শ্রী সনৎ ব্যানার্জী, সাং ১৯২, চ্যাটার্জী পাড়া, বৈদ্যবাটী, পোস্ট শেওড়াফুলি, শ্রীরামপুর, হুগলী পাওয়ার গ্রহীতা: ১) শ্রী স্বপন চট্টোপাধ্যায়, ওর্ফে স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায় পিতা স্বর্গীয় জীতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ওর্ফে জীতেন্দ্র চ্যাটার্জী, সাং ও পোস্ট-ওন্দা, বাঁকুড়া ২) শ্রীমতী পুরবী মুখার্জী স্বামী শ্রী কাশীনাথ মুখার্জী, সাং -গৌরীশঙ্কর মুখার্জী লেন, হাওড়া -১ কোবালা গ্রহীতা: (১) শ্রী শুভ্র শেখার দুয়ারী, ২) শ্রী সূর্য্য শেখর দুয়ারী, পিতা শ্রী সুধাংশু দুয়ারী সাং-সুকলাই, মাকড়াকোল, ওন্দা, বাঁকুড়া পাওয়ার নং-Book-IV-010800002/17 তারিখ -24.01.2017, Book No-IV-010800052/18, তারিখ-15.05.1981 তপশীল - মৌজা-সীমাবাইদ, জে এল নং-181, খতিয়ান নং-২৭, দাগ নং-১১০ পরিমান ৮ শতক, দাগ নং-১১১, পরিমান-১৯ শতক খতিয়ান -৭৪ দাগ নং-১১০ পরিমান -৮ শতক, দাগ নং-১১১, পরিমান -১৯ শতক, খতিয়ান নং-২৬৬, দাগ নং-১১০ পরিমান -১ শতক, দাগ নং-১১১, পরিমান -৩ শতক, খতিয়ান নং-২৬৭, দাগ নং-১১০ পরিমান-১ শতক, দাগ নং-১১১, পরিমান -৩ শতক, খতিয়ান নং-২৬৮, দাগ নং-১১০ পরিমান-১ শতক, দাগ নং-১১১, পরিমান -৩ শতক খতিয়ান নং-২৬৯, দাগ নং-১১০ পরিমান -১ শতক, দাগ নং-১১১, পরিমান -৩ শতক, খতিয়ান নং-১৫৬, দাগ নং-১১০ পরিমান -১ শতক, মোট পরিমান ৬৫ শতক। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate
Judge Court, Bankura, Enrol. No. F/423/652/2017

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **বৈদ্যনাথ সাহা** এইচ ইউ এফ পক্ষে কর্তা বৈদ্যনাথ সাহা, পিতা – মৃত স্বদেশ চন্দ্র সাহা, সাং - বাঁশবেড়িয়া ক্ষুদিরাম পল্লী,পোস্ট - বাঁশবেড়িয়া,থানা - মগরা,জেলা - হুগলী, পিন -৭১২৫০২। আমার মক্কেল ওয়াটারগ্রাস ইনফ্রা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ডাইরেক্টর **সত্যরঞ্জন শীল** পিতা- মৃত কার্ত্তিক চন্দ্র শীল এর কাছ থেকে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি খরিদ করেন । উক্ত ওয়াটারগ্রাস ইনফ্রা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ডাইরেক্টর **সত্যরঞ্জন শীল** আমমোক্তারনামা দলিল বলে **রুনু শীল** মহাশয়ার কাছ থেকে তাহার নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি খরিদ করেন। উক্ত **রুনু শীল**, স্বামী - কার্ত্তিক চন্দ্র শীল ওরফে কার্ত্তিক শীল (D.S.R.I HOOGHLY) অফিসে IV - ৫২৮/২০১৮ (**মঞ্জুলা বসু**, স্বামী সুত বিশ্বনাথ বসু), IV - ৫২৯/২০১৮ (**সোমনাথ বসু**, পিতা- মৃত বিশ্বনাথ বসু), IV - ৫৩০/ ২০১৮ (**জয়ন্তী দে সরকার**, স্বামী- দীপেন্দ্র দে সরকার,) IV - ৫৩১/২০১৮ , (**মঞ্জুলা বসু**, স্বামী মৃত বিশ্বনাথ বসু ,তনুশ্রী বসু, স্বামী - মৃত অমর নাথ বসু, রুদ্রনাথ বসু, পিতা - মৃত অমর নাথ বসু,) IV- ৫৪১/২০১৮ (**চম্পা বসু**, পিতা- মৃত বিশ্বনাথ বসু) নং আমমোক্তারনামা দলিলে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। **তপশীল** :- জেলা – হুগলী , থানা - মগরা , জে. এল. নং – ৫৩, মৌজা - বাঁশবেড়িয়া , হাল. এল. আর. ১১২,৪৯৯,৫৪০,১২১৯ ও ১৯২০ নং খাতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ২৭৪৪ ও হাল. এল. আর ৪৯২৩ নং দাগে , ইটখোলা জমির পরিমান - ১.৮৬৯ একর সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি ও ওয়াটারগ্রাস ইনফ্রা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ডাইরেক্টর **সত্যরঞ্জন শীল** খরিদকৃত সম্পত্তি ও তৎপরে আমার মকেল্লের খরিদকৃত সম্পত্তি হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে রুনু শীল মহাশয়া তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিটি ওয়াটারগ্রাস ইনফ্রা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ডাইরেক্টর **সত্যরঞ্জন শীল** (D.S.R.I HOOGHLY) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I- ৬৬৫১/২০১৯ ও I- ৬৬৫৪/২০১৯ নং দলিলে বিক্রয় করেন। তৎপরে ওয়াটারগ্রাস ইনফ্রা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ডাইরেক্টর **সত্যরঞ্জন শীল**, আমার মক্কেল কে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিটি (A.D.S.R. CHINSURAH) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I- ৬১৬৩/২০২২, I-৬১৬৭/২০২২ নং দলিলের বিক্রয় করেন। আমার মক্কেল তাহার প্রাপ্ত ১.৮৬৯ একর সম্পত্তির মধ্যে ০.৩৩ একর সম্পত্তি নিউ কোদালিয়া, চুঁচুড়া,ব্যান্ডেল নিবাসী **শ্রী বিশ্বনাথ গুহ**,পিতা - মৃত মনোজ বিকাশ গুহ মহাশয়কে (A.D.S.R. CHINSURAH) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I- ৬০৩১/২০২৫ নং দলিলে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **বিশ্বনাথ গুহ** উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২২ জুন ২০২৫, ৭ আষাঢ় ১৪৩১ রবিবার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্লস হস্টেলে ভেঙে পড়ল লোহার বিম

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাঝরাতে শতাব্দী প্রাচীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্লস হস্টেলে ভেঙে পড়ল লোহার বিম-সহ চাঙড়। হেদুয়ার কাছে এই হস্টেলের ঘরের সিলিংয়ের লোহার বিম ভেঙে পড়ে ঘটে বিপত্তি। শুক্রবার রাতে এমন ঘটনায় আতঙ্কিত পড়ুয়ারা। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্লস হস্টেলের এই দুরবস্থা বলেই অভিযোগ ছাত্রীদের। অভিযোগ, হেদুয়ার এই গার্লস হস্টেলে দীর্ঘদিন ধরে কোনও সংস্কারের কাজ হয়নি। এমন ঘটনার পরই শুক্রবার রাতেই তড়িঘড়ি ৭৫ জন ছাত্রীকে সরিয়ে ফাঁকা করে দেওয়া হয় হস্টেলটি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আপৎকালীন ভিত্তিতে ছাত্রীদের থাকার জন্য অন্যান্য হস্টেল ও গেস্ট হাউসে জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে। সূত্রে খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনতলার এই হস্টেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরের ১৭ নম্বর ঘর থেকে কিছু ভেঙে পড়ার আওয়াজ মেলে। তা শুনেই ছুটে আসেন অন্যান্য আবাসিকরা। নজরে আসে রং ঠিকঠাক থাকলেও ভেঙে পড়েছে বিম। এর থেকে স্পষ্ট, নজরদারির অভাবে পুরনো এই বহুতলের ১৭ নম্বর ঘরের সিলিংয়ের বিম ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। এরপর শুক্রবার রাতে তা একেবারে ভেঙে পড়ে মাটিতে। এদিকে এই ঘরেই থাকেন দুই আবাসিক। এই ঘটনার পরে ইঞ্জিনিয়াররা এসে গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, 'ঘরগুলি খালি করে দেওয়া হয়েছে।

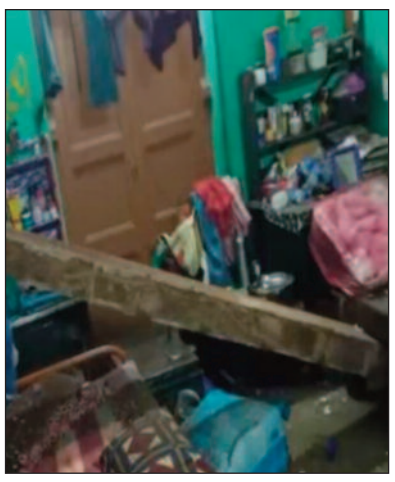

আপাতত ছাত্রীদের অন্যত্র স্থানান্তর করা হচ্ছে। এরপর মেরামতির প্রয়োজনীয় কাজ শুরু হবে।' অথচ আবাসিক ছাত্রীরা অভিযোগ তোলেন, দীর্ঘসময় ধরে তাঁদের স্থানান্তরিত করার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি কর্তৃপক্ষের তরফে। তাঁরা কোথায়, কীভাবে থাকবেন, তা স্পষ্ট নয় তাঁদের কাছে। গার্লস হস্টেলের ভিতরে এভাবে চাঙড় ও বিম ভেঙে পড়ার ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত তাঁরা। একইসঙ্গে তাঁরা মনে করছেন, বড়সড় বিপদ ঘটে যাওয়াটাও আশ্চর্যের কিছু ছিল না। সঙ্গে এও জানা গেছে,ঘটনার আকস্মিকতায় কেউ কেউ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আবাসিক এক ছাত্রী জানান, যেখানে এই বিম ভেঙে পড়ছে সেখানেই ঘুমাচ্ছিলেন তিনি। কোনও রকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, 'হস্টেলের বেহাল অবস্থার কথা আগেই জানা ছিল। তবে নানা কারণে সংস্কারের কাজ দীর্ঘদিন আটকে ছিল। কিন্তু এবার আর দেরি নয়।' বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আরও জানানো হয়, 'পূর্ত দপ্তরকে ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানানো হয়েছে। দ্রুত ভবন পরিদর্শন করে নতুন করে নির্মাণ বা সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

দমদম পুরসভায় ডেঙ্গুতে মৃত্যু সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদম পুরসভায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মনজেন্দ্র দত্ত রোডের বাসিন্দার ওই কিশোরীর মৃত্যু ঘিরে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। কারণ, বৈদ্যনাথ গার্লস হাইস্কুলের বছর ১৩-র ওই ছাত্রীর ডেথ সার্টিফিকেটে ডেঙ্গুর কথা উল্লেখ রয়েছে।

পরিবার সূত্রে খবর, গত ১৯ জুন কলকাতার তপসিয়া এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল ওই নাবালিকা। এরপর শনিবার সকাল ৫টা বেজে ৪৫ মিনিট নাগাদ মৃত্যু হয় ওই ছাত্রীর। এদিকে স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে দমদমে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা দুই। মৃতের মা গীতিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'প্রথমে আমাদের এলাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম মেয়েকে। কিন্তু সেখানে চিকিৎসা ভাল হয়নি। এরপর অবস্থা আরও খারাপ হতে অন্য এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ওকে ভেন্টিলেশনে রাখার প্রয়োজন বলে

বেসরকারি হাসপাতাল নজর দেয়নি। এই হাসপাতাল কিন্তু সেই চিকিৎসা শুরু করেছিল। তবে পুরো জলটা ফুসফুস থেকে বের করতে পারেননি। সেই কারণে শ্বাসকষ্ট প্রবল হচ্ছিল। এরপর শনিবার সব শেষ।' এই ঘটনায় দমদম পুরসভার চেয়ারম্যান হরেন্দ্র সিং বলেন, 'যে কোনও মৃত্যুই দুঃখের। আমরা খবর পাওয়ার পরই দেখছিলাম পরীক্ষা করে। কিন্তু মশার লার্ভা পাইনি। ওরা দিঘা ঘুরতে গিয়েছিল শুনলাম। এখন কোথা থেকে মশা কামড়াল দেখতে হবে।' কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, সঠিক পরিষেবা পেতে একজন রোগীকে এতগুলো হাসপাতাল ঘুরতে হবে কেন? কোথায় রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো? বিরোধী দল থেকে চিকিৎসকদের একাংশ বারবার অভিযোগ তুলে আসছে, রাজ্যে হাসপাতাল তো তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তার অনেকাংশই সঠিক পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে। তারই ফল কী ভুগতে হল দমদমের এই নাবালিকাকেও?

জানানো হয়, কিন্তু ওই হাসপাতালে বাচ্চাদের জন্য ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা না থাকায় অন্যত্র পাঠানো হয়। এরপর আইডি-তে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা হলেও, শরীরের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে মাঝ রাস্তায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে ভাল পরিষেবা দিচ্ছিল। কিন্তু ডাক্তাররা বললেন, মেয়ের ফুসফুসে জল জমেছে। সেইটা আগের

দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। চলতি সপ্তাহে এক নাগাড়ে বৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের একাধিক জেলায়। শনিবার সকাল থেকে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশ থেকে গুজরাত পর্যন্ত আরও একটি অক্ষরেখা বিহারের উপর দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে। এর পাশাপাশি মৌসুমী অক্ষরেখা আগ্রা জয়পুর থেকে মানালি পর্যন্ত বিস্তৃত। এর জেরে আগামী সপ্তাহে উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরিরও সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে উপকূল ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃষ্টি বাড়বে। তবে দক্ষিণবঙ্গে আগামী দু'তিন দিন বৃষ্টি কম থাকবে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বেশ কয়েকটি জেলায়। রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঝড়ের সম্ভাবনা পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলাতে, একই পূর্বাভাস রয়েছে কলকাতাতেও। এরপর সোমবারও বিক্ষিপ্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কলকাতায়। মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি শুরু হবে। চলবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ,ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ,ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার জন্য।

উত্তরবঙ্গে শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। রবিবার অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার জন্য। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, মালদা জেলাতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ওপরের পাঁচ জেলাতেই। পরদিন মঙ্গলবারেও আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা হয়েছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এ ধস নেমে নিচু এলাকা প্লাবিত হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের নদীর জলস্তর ইতি মধ্যেই বেশ কিছু জায়গায় বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। আগামী সপ্তাহের মাঝে ফের বৃষ্টি বাড়বে। আশঙ্কা নিচু এলাকা আরও বেশি করে প্লাবিত হওয়ার। সঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া অফিস থেকে এও জানানো হয়েছে, আগামী কয়েকদিন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও আপাতত তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না।

অমিত মালব্যকে শো-কজ রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক মৃত নাবালিকার আংশিক ব্লার করা ছবি সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করে বিপাকে বিজেপির আইটি সেলের ভারপ্রাপ্ত নেতা অমিত মালব্য। এই ঘটনায় তাঁকে শোকজ করল পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। কমিশনের অভিযোগ, 'ছবিটি এমনভাবে ব্লার করা হয়েছিল যে, সেটি দেখে মেয়েটিকে সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব ছিল। যা সরাসরি লঙ্ঘন করে 'জুভেনাইল জাস্টিস (চিলড্রেন কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন) অ্যাক্ট, ২০১৫'-র ধারা ৭৪। এই ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, কোনও মৃত বা জীবিত নাবালক বা নাবালিকার নাম, ঠিকানা, স্কুল, পরিচিতিমূলক ছবি কিংবা এমন কোনও তথ্য যা থেকে সে চিহ্নিত হতে পারে, তা প্রকাশ করা আইনত নিষিদ্ধ।

ঘটনার সূত্রপাত, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং এলাকায়। এক নাবালিকার মৃত্যুকে ঘিরে রাজ্য-রাজনীতিতে বিতর্ক তৈরি হয়। বিজেপি নেতা অমিত মালব্য দাবি করেন, ওই কিশোরীকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। তাঁর সেই দাবির সাপেক্ষেই তিনি একটি ছবি পোস্ট করেন এক্স-সহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে। তবে তদন্তে উঠে আসে ভিন্ন তথ্য। বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালির কথায়, 'ময়নাতদন্তে নাবালিকার পেটে বিষের চিহ্ন মিলেছে, তবে যৌন হেনস্থার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মৃতদেহে কিছু আঘাতের চিহ্ন ছিল, কিন্তু সেগুলি মৃত্যুর প্রধান কারণ নয় বলেই জানা গিয়েছে।' এই প্রেক্ষিতে কমিশন জানায়, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তারা 'শোকজ' করেছে অমিত মালব্যকে। তাঁদের বক্তব্য, 'এটা কোনও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়, বরং একটি নীতিগত ও শিশু অধিকারের প্রশ্ন। পূর্বেও সন্দেশখালি ও দমদমের ঘটনায় একই ধরনের পদক্ষেপ করা হয়েছিল।' শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় সমাজমাধ্যমে ছবি প্রকাশের জেরে অজ্ঞাতপরিচয় একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধেও ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। কমিশন বলেছে, নাবালিকার গোপনীয়তা লঙ্ঘনের যে কোনও চেষ্টার বিরুদ্ধেই তারা কড়া পদক্ষেপ নিতে বাধ্য। উল্লেখ্য, এই প্রথম নয়, অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে অতীতেও ভুয়ো ছবি ও ভিডিও পোস্টের অভিযোগ উঠেছে। তবে মৃত নাবালিকার পরিচয় ফাঁসের মতো সংবেদনশীল ইস্যুতে সরাসরি আইনি নোটিস পাওয়া তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নও তুলছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে কলকাতায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে আয়োজিত যোগ শিবিরে অংশগ্রহণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

ভিক্টোরিয়ায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথিতে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

মমতা রাজ্যের ক্ষমতায় থাকলে, সনাতনীদের মরতে হবে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪ সালের ১৩ নভেম্বর নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের দিন সকালে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন তৃণমূল নেতা অশোক সাউ। জগদ্দল থানার অদূরে চায়ের দোকানে ভাটপাড়ার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি অশোক সাউকে এলোপাথাড়ি গুলি করে হত্যা করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধেই। শনিবার দুপুরে নিহত তৃণমূল নেতার খুড়তুতো ভাই দিলীপ কুমার সাউয়ের (৪৫) মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে পালঘাট রোডের ধারে নিকাশি নালার কালভার্টের নিচ থেকে। এদিন নিহত তৃণমূল নেতার ভাইয়ের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় পালঘাট রোড এলাকায়। এসিপি জগদ্দল বিশ্বজিৎ পাত্রের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছলে ক্ষুব্ধ জনতা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। ড্রেন থেকে দেহ উদ্ধারের পরেই নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে পোস্ট করেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি লেখেন, 'ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত জগদ্দল থানার প্রায় ১০০ মিটার দূরে একটি নালার মধ্যে থেকে দিলীপ কুমার সাউয়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। তিনি গত কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন এবং তার পরিবার থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করলেও, পুলিশ বিশেষ কোনও তৎপরতা দেখায়নি।' পোস্টে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, 'মৃতের পরিবারের সদস্যদের মতে, দিলীপ কুমার সাউকে খুন করা হয়েছে। তিনি আশোক কুমার সাউয়ের খুড়তুতো ভাই। যিনি তৃণমূলের নেতাদের মদতপুষ্ট অপরাধীদের হাতে খুন হয়েছিলেন।' তিনি লিখেছেন, '২০২৪ সালের ১৩ নভেম্বর আশোক সাউয়ের খুনের ঘটনা জগদ্দল থানার নিকটে ঘটেছিল। নিহত দিলীপ ওই খুনের একজন সাক্ষী ছিলেন। পরিবার কলকাতা হাই কোর্টে এনআইএ তদন্তের দাবিতে একটি

মৃত দিলীপ কুমার সাউ।

পিটিশন দায়ের করেছে, বিষয়টি বর্তমানে বিচারাধীন। আদালত পুলিশকে আশোক সাউয়ের পরিবারকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।' তাঁর পোস্টে তিনি এও দাবি করেছেন, 'এই পরিবার বহুদিন ধরেই বজরং পরিষদের সঙ্গে যুক্ত এবং তৃণমূলের নেতাদের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরোধিতা করে এসেছে। এই ধরনের হত্যাকাণ্ডগুলি একটি ষড়যন্ত্র। যাতে সনাতনী জনগোষ্ঠীকে ওই এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে জিহাদিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়।' পোস্টে তাঁর সংযোজন, 'নিহতের পরিবারের সদস্যরা ন্যায়বিচার দাবি করছেন। সমস্ত সাধারণ মানুষ চায়, পুলিশ যেন এই অপরাধের পিছনে থাকা দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে।' এদিন সন্ধেয় পালঘাট রোডের বাসিন্দা মৃতের পরিবার ও পড়শিদের সঙ্গে দেখা করেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন, ততদিন সনাতনীদের মরতে হবে। ২০২৬ সালে তৃণমূল সরকার বিদায় নিলে বাংলার সনাতনীরা বাঁচবে।' তাঁর দাবি, 'দিলীপ সাউকে খুন করে ড্রেনে ফেলা হয়েছে। কয়েকদিন ধরে উনি নিখোঁজ ছিলেন। পুলিশ কমিশনারের কাছে দাবি রাখা হয়েছে, যাতে ময়নাতদন্ত ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে করা হয়।' এদিন তিনি জানান, 'আদালতের নির্দেশে অশোক সাউ খুনের ঘটনার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে যাবে। তাই শাসকদলের নেতারা তদন্ত আটকাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।' প্রসঙ্গত, সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হলেও, শিল্পাঞ্চল থেকে অপরাধ কমছে না। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'সরকারি টাকা খরচ করে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে। অথচ সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করার পয়সা নেই। ওখানেও কাটমানি চলছে।' ড্রেন থেকে দেহ উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, 'অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। তবে ঘটনায় কেউ জড়িত থাকলে শাস্তি পাবেই।'

৩.৩৫ কোটি টাকার মাদক পাচার রুখল আরপিএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেল নিরাপত্তা বাহিনীর (আরপিএফ) তৎপরতায় শিয়ালদা স্টেশনে একটি বড় মাদক চক্রের ছক ভেস্তে গেল। ১৯ জুন, সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ শিয়ালদা স্টেশনের ১২ ও ১৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে রুটিন তল্লাশির সময় আরপিএফ সদস্যরা দু'টি ব্যাগ হাতে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করেন। ধৃত ব্যক্তির নাম আব্বাস আজমেরি, রাজস্থানের বাসিন্দা। তিনি জানান, তিনি আজমের থেকে এসেছেন এবং কেউ একজন এসে তাঁর মালপত্র নেবে বলে জানিয়েছিলেন। তবে পণ্যের বিস্তারিত তথ্য দিতে পারেননি তিনি। তাঁর ব্যাগ খুলতেই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। একটি ধূসর কাপড়ের ব্যাগের রসুনের নীচে পাওয়া যায় আল্ট্রাটেক সিমেন্ট লোগোযুক্ত হলুদ টেপে মোড়া দু'টি পলিথিন প্যাকেট। অপরটি নীল ব্যাকপ্যাকে 'গোল্ডলাইন' চিহ্ন-সহ আরও দুটি একই ধরনের প্যাকেট পাওয়া যায়। সবগুলো প্যাকেটেই ছিল বাদামি রঙের পাউডার, যা প্রাথমিকভাবে মরফিন ও হেরোইন বলে সন্দেহ। নিয়মমাফিক এনডিপিএস আইন অনুযায়ী বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে আরপিএফ আধিকারিক ও নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো কলকাতাকে জানানো হয়। সহকারী সিকিউরিটি কমিশনার-২/ আরপিএফ ও এনসিবির আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসে ভিডিওগ্রাফি-সহ তল্লাশি চালান। উদ্ধার হওয়া ৬.৩৩৮ কেজি বাদামি পাউডারের মধ্যে ১.৫৬৮ ও ১.৫৭২ কেজি মরফিন এবং ১.৫৯৪ ও ১.৬০৪ কেজি হেরোইন বলে শনাক্ত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে যার আনুমানিক মূল্য ৩.৩৫ কোটি টাকা। এরপর আরপিএফ-এর এসআই অশুতোষ কুমার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পূর্ণ নিরাপত্তা ও মাদক রোধে আরপিএফ-এর এই সাফল্য এক বড় দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

২১ জুলাইয়ের প্রোমো লঞ্চ তৃণমূলের, মুখ শুধু মমতাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন ২১ জুলাই শহিদ দিবসের প্রস্তুতি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার কলকাতায় দলের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে নির্ধারিত হল এবারের কর্মসূচির কাঠামো, আর সেই সূত্র ধরেই ২১শে জুন, দলের পক্ষ থেকে প্রথম প্রোমো লঞ্চ করা হল। শুরু হয়েছে শহরজুড়ে দেওয়াল লেখা, পোস্টার লাগানো এবং প্রচার-ভিডিওর প্রস্তুতি।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের ২১ জুলাইয়ের মূল বার্তা ঘিরেই সাজানো হচ্ছে প্রতিটি দেওয়াল চিত্র ও প্রচার-উপাদান। প্রোমোর কেন্দ্রে রয়েছেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনও পোস্টারে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি থাকছে না। শীর্ষ নেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী, দলের মুখ, রাজ্যের মুখ, এবং শহিদ

দিবসের মুখ, এই ত্র্যহস্পর্শে শুধুই মমতা। তৃণমূল চায়, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিকেই যেন ধাবিত হয় এবারের শহিদ দিবসের বার্তা। তাই এদিন থেকেই শুরু হয়েছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে 'শহিদের রক্তে লেখা ইতিহাস ভুলিনি' ধরনের স্লোগান দেওয়া দেওয়াল লেখার কাজ। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জেলার নেতাদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্থানীয় স্তরে একইভাবে প্রচার শুরু করতে। এদিন দলের জেলা পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা কলকাতায় একত্রিত হয়েছেন, ২১ জুলাইয়ের মূল জমায়েত কীভাবে পরিচালিত হবে, কোথা থেকে কোন জেলা কত সংখ্যায় কর্মী আনবে, সেই রূপরেখা স্থির হচ্ছে। ভবিষ্যতের নির্বাচনী প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্ব হিসেবেই এই কর্মসূচিকে দেখছে তৃণমূল নেতৃত্ব। দলীয় নেতারা জানিয়েছেন, প্রোমোতে কোনও কৃত্রিম আবেগ নয়, একেবারে মাটি ছোঁয়া ভাষায় শহিদ দিবসের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। সামাজিক মাধ্যমেও আলাদা কনটেন্ট তৈরি করে প্রচার চালানো হবে। তৃণমূল সূত্রে ইঙ্গিত, কেন্দ্রীয় সরকারের 'বাঙালি বিদ্বেষী' মনোভাব এবং বিজেপির 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতি'র বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে চলেছে এবারের ২১ জুলাই।

বিষাক্ত গ্যাসে মৃত্যু, ধৃত কারখানার মালিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেলঘরিয়া থানার শালপাতা বাগান এলাকায় একটি কেমিক্যাল কারখানায় বিষাক্ত গ্যাসে দু'জন শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। আরও একজন শ্রমিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। শুক্রবার রাতের ঘটনা। মৃতদের নাম রবিন আইচ (৬০) ও সুরজিৎ মাইতি (৫৫)। জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতোই শুক্রবার ওই কেমিক্যাল কারখানায় কাজ করতে গিয়েছিলেন শ্রমিকরা। কারখানার ভেতরে কাজ করতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। সূত্র বলছে, পুরনো একটি ড্রামে থাকা কেমিক্যাল নিষ্কাশন করে পরিষ্কার করতে গিয়েই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। জানা গিয়েছে, গোবিন্দ নন্দী নামে আরও একজন শ্রমিক কামারহাটির সাগরদত্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ জানিয়েছে, এই

বেলঘরিয়া

ঘটনায় কারখানার মালিক আলোক বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত শ্রমিকের অবস্থা স্থিতিশীল।

সম্পাদকীয়

কঠোর আইনের বিধান শোনাচ্ছেন মন্ত্রী, আর অবাধে জলাভূমি ভরাট করছে শাসক দলের মাতব্বররা

রাজ্যে পুকুর-সহ যে কোনও জলাভূমির চরিত্র বদল করা আইনত নিষিদ্ধ। আইন বলছে, অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের সর্বোচ্চ ৩ বছর জেল এবং পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে। বিধানসভায় জোর গলায় এ কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন পরিবেশমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। জলাভূমির ওপর বালি বা মাটি ফেলে তার চরিত্র নষ্ট করার চেষ্টাও আইনত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। রয়েছে কড়া শাস্তির বিধান। জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য গড়া হয়েছে স্টেট ওয়েটল্যান্ড অথরিটি। জেলায় রয়েছে এর জন্য মনিটরিং কমিটি। এ তো গেল আইন নিয়ে সরকারের ঢক্কানিনাদ। মুশকিল হল, এসব শুনতে যতটা ভালো, বাস্তবটা ততটা নয়। মন্ত্রী, আমলারা জলাভূমি ও তার সংরক্ষণ নিয়ে বিধানসভা বা অন্যান্য মঞ্চে যে সব কড়া কড়া কথা বলেন, বাস্তবে তার কতটা প্রয়োগ হচ্ছে, প্রশ্নটা সেখানেই। যে কোনও জেলার, যে কোনও পুরসভা বা পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের প্রশ্ন করুন, উত্তর একটাই। প্রায় সব জায়গাতেই চলছে অবাধে জলাভূমি ভরাট। কারা করছে, তার উত্তরও একটাই, শাসক দলের স্থানীয় মাতব্বররা। নাম জড়িয়েছে শাসক দলের পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান, কোথাও বা কাউন্সিলরদেরও। সম্প্রতি রাজ্যের নানা প্রান্তে জলাভূমি বুজিয়ে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ তুলেছিলেন বারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং।বারাকপুরের ৩৫টি নথিভুক্ত জলাশয় ভরাটের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে রিপোর্টও পাঠিয়েছেন। অভিযোগ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। কিছুদিন আগে কসবা অঞ্চলের এক তৃণমূল কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে ভর সন্ধ্যায় গুলি চালায় কিছু দুষ্কৃতী। তদন্তে উঠে আসে সেই জলাভূমি বুজিয়ে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ। আর তার বখরা নিয়ে শাসক শিবিরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তবে শাসক দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় হওয়ায় ঘটনা খুব তাড়াতাড়ি চাপা পড়ে যায়। কিন্তু সাদা চোখে ধরা পড়ছে ইএম বাইপাস সংলগ্ন ছবিটা। গত কয়েক বছরে উধাও একের পর জলাশয়। সেখানে এখন সব দৈত্যাকার বহুতল। কে করল, উত্তর নেই। শহরের যদি এই ছবি হয়। তাহলে ভাবুন মফঃস্বলের অবস্থাটা।

শব্দবাণ-৩০৯

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. স্বদেশভক্ত ৩. স্থির,নিশ্চল ৫. বাংলাদেশের এক নদী ৭. বকুনি ৮. শপথ, দিব্যি ১০. বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মনোকষ্ট,যন্ত্রণা ২. কারখানার স্বত্বাধিকারী ৩. নির্বিঘ্ন ৪. বৈষ্ণবদের অঙ্গে তিলক মাটির চিহ্নধারণ ৬. রাশ ৯. সম্পত্তিশালী।

সমাধান: শব্দবাণ-৩০৮

পাশাপাশি: ১. খ্যাতনামা ৩. আলাপ ৪. অন্তক ৬. নবিশি ৯. উলটি ১০. ভক্তজাল।

উপর-নীচ: ১. খ্যাপন ২. মাসান্ত ৩. আভিজন ৫. কসোয়াটি ৭. বিক্ষোভ ৮. চাউল।

জন্মদিন

আজকের দিন

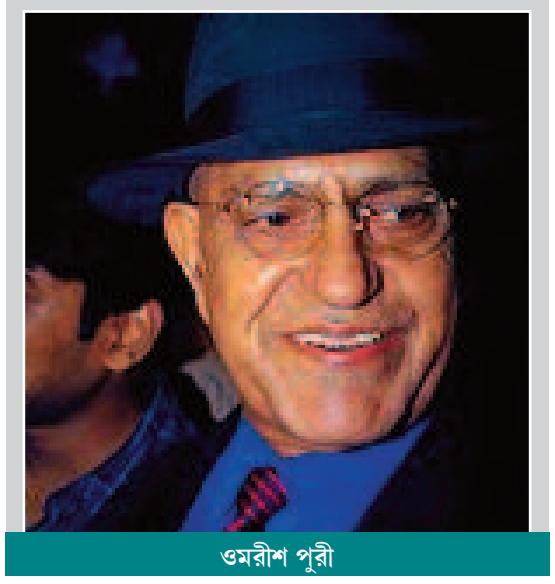

ওমরীশ পুরী

১৯৩২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ওমরীশ পুরীর জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা টম অল্টারের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নীতিনভাই প্যাটেলের জন্মদিন।*

চৈতন্য মহাপ্রভু ও ঝালির উপহার

রাঘব পণ্ডিত ও মহাপ্রেমের স্মৃতিতে ঝালির যাত্রা

শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর ২৪ পরগণার অন্যতম বৈষ্ণব সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে পানিহাটির নাম উঠে আসে। অনেক বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মতে, পানিহাটির পূর্বের নাম ছিল 'পুণ্যহট্ট'। ভক্তিভাব এবং বৈষ্ণব সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান হল পানিহাটি। পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ভাগীরথী নদী যেটি হুগলী নদী নামে পরিচিত। আবার অনেকে গঙ্গা নদী বলে থাকে। ভাগীরথীর পার বরাবর গড়ে উঠেছে এক বৈষ্ণব নগরী । পানিহাটিতে বৈষ্ণব সংস্কৃতির ভাবধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম রাঘব পণ্ডিত। তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ ছিলেন।

রাঘব পণ্ডিতের বসবাসের বহু পূর্ব থেকেই পেনেটি (বর্তমানের পানিহাটি) একটি প্রধান বানিজ্যস্থান রূপে পরিচিত। সেসময়ে এর নাম ছিল পণ্যহাটি। পণ্ডিতনের মতে পণ্যহট্ট বা পণ্যহট্টের উপদেশ পানিহাটি বা পেনেটি। বহুবিধ দ্রব্যের কেনাবেচা হত এখানে। অবশ্য পেনেটির গর্বের পণ্য ছিল শিঙের চিরুনী। কালক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্য উঠে যায়। বাণিজ্যকেন্দ্র অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে এখানে বিকাশ লাভ করে একটি ধর্মকেন্দ্র। উদ্ভুত হয় নতুন তীর্থ। গড়ে ওঠে হরিনামের হাটবাজার।

ইতিহাস থেকে জানা যায় , দেগঙ্গা , বেড়াচাঁপা অঞ্চলের রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী চন্দ্রকেতু-গড়। সেই রাজার তৈরী খাল আর রাস্তা একসময় সেই প্রাচীন জনপদকে যুক্ত করতো এই পানিহাটির সঙ্গে। সেই চন্দ্রকেতু রাজার রাজপুরোহিত ও সভা পন্ডিত ছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ চতুর্বেদী - রাঘব পন্ডিতের পিতামহ। পানিহাটির পুণ্যভূমিতে বর্তমানে যেখানে রাঘব ভবন বা পানিহাটি পাটবাড়িতে পঞ্চম দোলের পুণ্যতিথিতে রাধা মদনমোহন জিউয়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পূর্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাঘব হয়ে ওঠেন পন্ডিত । পরবর্তীকালে সপ্তগ্রামের জমিদার শ্রী হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাসের কুল দেবতা শ্রী রাধারমণ জীউ এর বিগ্রহকে রাঘব পণ্ডিতের কাছে দিয়ে যান নিত্যসেবার উদ্দেশ্যে। রাঘব পণ্ডিতের সূত্রেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই গৃহে দু-দুবার আগমন।

পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদর পুত্র এবং রাঘব পন্ডিতের পিতা স্বর্গীয় শ্রী দেবীপ্রসাদ চতুর্বেদী একজন পণ্ডিত ছিলেন । এই রাঘব ভবনেই তাহাঁর টোল ছিল। পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ তাঁর পুত্র রাঘবকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষা এবং ধর্মচর্চার পীঠস্থান নদীয়া জেলার নবদ্বীপে পাঠান। সেখানে ভূভারতের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রী নিমাই পন্ডিতের (চৈতন্য মহাপ্রভু) সাথে সাক্ষাৎ হয়। সেখানে তাঁর কাছ থেকে বৈষ্ণব সংস্কৃতি, হরিনাম সঙ্কীর্তন বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে নবদ্বীপ থেকে পানিহাটিতে ফিরে আসেন।

পানিহাটিতে ফিরে এলেও তাঁর মন পরে থাকত সেই নবদ্বীপে। তিনি মনে মনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করলেন এবং সর্বদা তাঁর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন।

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ৯২১ বঙ্গাব্দে কার্ত্তিক কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে রাঘব ভবনে পদার্পণ করেছিলেন।

'শুন শুন ভক্তগণ শুন মোর কথা।
রাঘবের ঘরে আমি থাকিব সর্বদা।।
চারি ঠাঁই আমি থাকিব সর্বদাই।
শ্রী শচীর রন্ধনে শ্রী বাস অঙ্গনে।।
শ্রী নিত্যানন্দ নর্তনে শ্রী রাঘব ভবনে।
নিত্যমম আবির্ভাব শুন ভক্তগণে।'

কয়েকদিন অবস্থান করার পর মাতৃ দর্শনের উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে রওনা হন। এরপর ঐ বছরই চৈত্রমাসের একাদশী তিথিতে পানিহাটিতে এসে উপস্থিত হন। রাঘব ভবনে একরাত্রি যাপন করেছিলেন। পরেরদিন দ্বাদশী তিথিতে অপরাহ্নে নৌকাযোগে বরাহনগরের ভাগবতাচার্যের গৃহে (শ্রী পাঠবাড়ী আশ্রম) এর অভিমুখে রওনা হন।

রাঘব পন্ডিতের গৃহে অবস্থান করতেন তাঁর বাল্যবিধবা ভগ্নী দময়ন্তী দেবী। দময়ন্তী দেবী গৃহ কর্মে ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ । রাঘব ভবনে রয়েছে দময়ন্তী দেবীর রান্নাঘর। মহাপ্রভু এলে তিনি তাঁর নিপুণা হাতে বিভিন্ন পদ রন্ধন করে খাওয়াতেন মহাপ্রভুকে।

'দময়ন্তীর দত্ত-দ্রব্যে ঝালি সাজাইয়া
রাঘব পন্ডিত এবং তাঁর বৈষ্ণব সতীর্থরা নীলাচলে এসে পৌঁছালেন।
'ঝালি মাথে নীলাচল পথে
যায় রাঘব কেঁদে কেঁদে
ঝালি মাথে নীলাচল পথে —
'হা গৌর'-বলে রাঘব কাঁদে'

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একজন খাদ্যবিলাসী ছিলেন। তাঁর প্রিয় খাদ্যসামগ্রীগুলি একত্রিত করে নৌকা করে, গরুর গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হত শ্রীক্ষেত্র পুরীতে। প্রায় একবছরের খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হত মহাপ্রভুর জন্য।

কি কি থাকত সেই ঝালিতে ?

খইয়ের মোয়া, শালিকা ধানের খইয়ের নাড়ু, চিড়ার নাড়ু, বাদামের নাড়ু, ক্ষীরের লাড্ডু, ধানিয়া মুহুরী ধানের নাড়ু, শুটিখণ্ডের নাড়ু, গঙ্গাজল বা গঙ্গাজলি নাড়ু, চিনি পাক নাড়ু, গঙ্গাজল, আতপ চালের মুড়ির মোয়া, আম্র কাসুন্দি, লেবু, তেঁতুল, আমসি, তেঁতুলের আচার, হরতকি, তিলের নাড়ু, আমসত্ত্ব, আমলকি, তৈলাম্র আমতা, কর্পূর, মরিচ, লবঙ্গ, এলাচ, আদা কাসুন্দি, লেবু কাসুন্দি, ঝাল কাসুন্দি,শুক্তো ইত্যাদি। এছাড়াও থোর, মোচা, আম, কাঁঠাল সহ বিভিন্ন ফলাদি, গঙ্গা মৃত্তিকা প্রভৃতি। গঙ্গাজলি হল ঘন চিনির রসে পাক করা নারকেল বাটা দিয়ে তৈরি এক প্রকার মিহি সাদা মুচমুচে গুঁড়ো মিষ্টি। এর অপর নাম পদ্মচিনি। দুর্গাপুজো উপলক্ষে বাঙালি হিন্দু বাড়িতে পদ্মচিনি বানানো হয়ে থাকে। এই শুকনো চিনিপাক করা নারকেলের গুঁড়ো দিয়ে নাড়ুও বানানো হয়, যাকে গঙ্গাজলি নাড়ু বলা হয়। পানিহাটির রাঘব ভবনের একটি ঘরে 'রাঘবের ঝালিতে' কি কি সামগ্রী যায় তাঁর প্রতিরূপ করে রাখা রয়েছে কাঁচের বাক্সে। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসে এবং রাঘবের ঝালির ইতিহাস নিরীক্ষণ করতে পারে সেই মাটির তৈরি নকল প্রতিরূপ দেখে। শ্রীক্ষেত্র পুরীর রথযাত্রার সাথে পানিহাটির এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। সেই ৫০০ বছরের প্রাচীন ইতিহাস। সেই ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের ভাবধারা এখনও বয়ে চলেছে। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি লীলা হল 'রাঘবের ঝালি'। এখনও ৫০০ বছরের প্রাচীন সেই রীতি মেনে প্রতিবছর জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় পানিহাটি থেকে শ্রীক্ষেত্র পুরীর অভিমুখে 'রাঘবের ঝালি' যায়। এখন সেই রাঘবের ঝালির শুধুমাত্র পানিহাটি জুড়ে খ্যাতি নেই। ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার আনাচে কানাচে। সারা বাংলা তথা নবদ্বীপ শান্তিপুর থেকেও ঝালির সামগ্রী যায় পুরীর অভিমুখে। কয়েকশো বছরের প্রথা মেনে ওই খাদ্যসামগ্রী রথযাত্রার দুদিন আগে নৈবেদ্য হিসাবে দেওয়া হল চৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে।

খইয়ের মোয়া, শালিকা ধানের খইয়ের নাড়ু, চিড়ার নাড়ু, বাদামের নাড়ু, ক্ষীরের লাড্ডু, ধানিয়া মুহুরী ধানের নাড়ু, শুটিখণ্ডের নাড়ু, গঙ্গাজল বা গঙ্গাজলি নাড়ু, চিনি পাক নাড়ু, গঙ্গাজল, আতপ চালের মুড়ির মোয়া, আম্র কাসুন্দি, লেবু, তেঁতুল, আমসি, তেঁতুলের আচার, হরতকি, তিলের নাড়ু, আমসত্ত্ব, আমলকি, তৈলাম্র আমতা, কর্পূর, মরিচ, লবঙ্গ, এলাচ, আদা কাসুন্দি, লেবু কাসুন্দি, ঝাল কাসুন্দি,শুক্তো ইত্যাদি। এছাড়াও থোর, মোচা, আম, কাঁঠাল সহ বিভিন্ন ফলাদি, গঙ্গা মৃত্তিকা প্রভৃতি। গঙ্গাজলি হল ঘন চিনির রসে পাক করা নারকেল বাটা দিয়ে তৈরি এক প্রকার মিহি সাদা মুচমুচে গুঁড়ো মিষ্টি। এর অপর নাম পদ্মচিনি। দুর্গাপুজো উপলক্ষে বাঙালি হিন্দু বাড়িতে পদ্মচিনি বানানো হয়ে থাকে। এই শুকনো চিনিপাক করা নারকেলের গুঁড়ো দিয়ে নাড়ুও বানানো হয়, যাকে গঙ্গাজলি নাড়ু বলা হয়। পানিহাটির রাঘব ভবনের একটি ঘরে 'রাঘবের ঝালিতে' কি কি সামগ্রী যায় তাঁর প্রতিরূপ করে রাখা রয়েছে কাঁচের বাক্সে। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসে এবং রাঘবের ঝালির ইতিহাস নিরীক্ষণ করতে পারে সেই মাটির তৈরি নকল প্রতিরূপ দেখে। শ্রীক্ষেত্র পুরীর রথযাত্রার সাথে পানিহাটির এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। সেই ৫০০ বছরের প্রাচীন ইতিহাস। সেই ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের ভাবধারা এখনও বয়ে চলেছে। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি লীলা হল 'রাঘবের ঝালি'। এখনও ৫০০ বছরের প্রাচীন সেই রীতি মেনে প্রতিবছর জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় পানিহাটি থেকে শ্রীক্ষেত্র পুরীর অভিমুখে 'রাঘবের ঝালি' যায়। এখন সেই রাঘবের ঝালির শুধুমাত্র পানিহাটি জুড়ে খ্যাতি নেই। ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার আনাচে কানাচে। সারা বাংলা তথা নবদ্বীপ শান্তিপুর থেকেও ঝালির সামগ্রী যায় পুরীর অভিমুখে। কয়েকশো বছরের প্রথা মেনে ওই খাদ্যসামগ্রী রথযাত্রার দুদিন আগে নৈবেদ্য হিসাবে দেওয়া হল চৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের সামনে দিয়ে শোভাযাত্রা সহযোগে এই ঝালি পৌছায় গম্ভীরা তে । সারা বাংলা থেকে আসা ঝালি একত্রিত করে সংগ্রহ করা হয় বরাহনগরের ভাগবতাচার্যের গৃহে (শ্রী পাঠবাড়ি আশ্রম)। সেখান থেকে পুরীর উদ্দ্যেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। 'রাঘবের ঝালি সমর্পণ' কীর্তনের মাধ্যমে ঝালি সমর্পণ করা হয় মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে। সেইসময় এক অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি হয়। পুরীতে বাংলার বৈষ্ণবদের নৈবেদ্য হিসাবে আজও প্রসিদ্ধ 'রাঘবের ঝালি'।

আজ থেকে ১১৩ বছর আগে (১২৯৯ বঙ্গাব্দ) ফের জাঁকজমকের সাথে এই রীতি ফিরিয়ে আনেন শ্রী রাধারমণ চরণ দাস দেব মহারাজ। রাঘব ভবন ছাড়াও নদীয়া, শান্তিপুর সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তদের তৈরি খাবার একসঙ্গে জড়ো করা হয় বরানগরের পাঠবাড়ি আশ্রমে। সেখান থেকে যাবতীয় সামগ্রী ভক্তরা নিয়ে যায় পুরীর গম্ভীরা মন্দিরে। এরপর ভক্তরা কিছু প্রসাদ ও আনাজ মাথায় করে জগন্নাথদেবের মন্দিরের ভাণ্ডারায় দিয়ে আসেন। রাঘব ভবনের পুরোহিতরা এবারও অনেক মিষ্টি, নাড়ু ও মোয়া তৈরি করেছিলেন। ভক্তরা মহাপ্রভুর পছন্দের খাবার ও নানা সব্জি দিয়ে যান পুরীতে পাঠানোর উদ্দেশ্যে।

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও পানিহাটির রাঘব ভবন থেকে 'রাঘবের ঝালি' পাঠানো হচ্ছে শ্রীক্ষেত্র পুরীর উদ্দেশ্যে। রাঘব ভবন থেকে ঝালি সমর্পণের প্রথম পর্বের সূচনা ২২শে জুন ২০২৫ রবিবার।

নীলাচলে আইল রাঘব কাঁদিয়া কাঁদিয়া।'

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর রান্না খেয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করেছিলেন এবং তাঁর রান্নার সুখ্যাতি করেছিলেন।

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে (নীলাচলে) অবস্থান করছিলেন। মহাপ্রভু নীলাচল যাওয়ার পরে প্রতিবছর রথের সময় রাঘব পন্ডিতের বাল্য বিধবা ভগিনী দময়ন্তী দেবীর তত্ত্বাবধানে রাঘব ভবন থেকে ঝোলায় করে প্রভুর প্রিয় খাদ্যদ্রব্য শ্রীক্ষেত্র পাঠানো হতো। এর নাম 'রাঘবের ঝালি'।

তথ্য সূত্রঃ
১। শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত
২। শ্রী রাঘব ভবন পানিহাটি

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ত্রাণশিবিরে খাবার না-পৌঁছনোর অভিযোগ, প্রতিবাদে তৃণমূলের পতাকা হাতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: একটানা বৃষ্টিতে ধসে গিয়েছে অনেকের বাড়ি। অনেকের বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ। বড়সড় বিপদের আশঙ্কায় স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে তুলে আনা হয়েছিল প্রায় ৬০টি পরিবারকে। কিন্তু শুক্রবার সকাল থেকেই সেই শিবিরে অনিয়মিত হয়ে পড়ে খাবার সরবরাহ। শুক্রবার রাত থেকে তা বন্ধ হয়ে যায় পুরোপুরি। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে খাবারের দাবিতে রাস্তায় নেমে এলেন দুর্গতরা। তৃণমূলের পতাকা হাতে করলেন পথ অবরোধও।

গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয় বাঁকুড়ার তালডাংরা ব্লক। তালডাংরা ব্লকের পাঁচমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কোথাও জয়পণ্ডা নদীর জল ঢুকে আবার কোথাও জমা জলে ভেসে যায় গ্রাম। বহু কাঁচা বাড়ি ধসে পড়ে। বিপদের আশঙ্কায় বেশ কিছু গ্রামকে স্থানীয় স্কুলগুলিতে অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃষ্টি কমার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলি থেকে জল নেমেছে। কিন্তু বাড়িগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় এখনও ওই এলাকার একাধিক ত্রাণ শবিরেই মাথা গুঁজে থাকতে হয়েছে বহু মানুষকে।

কিন্তু শিবিরেই এবার ত্রাণ না মেলার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, শুক্রবার রাত থেকে স্থানীয় রাধানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ৬০টি পরিবারের কাছে পৌঁছয়নি ত্রাণ। এই অভিযোগে শনিবার রাধানগর গ্রামের কাছে তালডাংরা থেকে পাঁচমুড়া যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। হাতে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে তাঁরা পথ অবরোধে সামিল হন।

স্থানীয়দের দাবি, তাঁরা সকলেই তৃণমূলের কর্মী। কিন্তু শিবিরে খাবার না পৌঁছনোয় বারেবারে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির জনপ্রতিনিধিদের ফোন করা হলেও, তাঁরা ফোন পর্যন্ত ধরেননি। তালডাংরা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দাবি, পাঁচমুড়া হাইস্কুলের ত্রাণশিবিরে রান্না করে, সেই খাবারই এলাকার অধিকাংশ ত্রাণশিবিরে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এদিন মন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে জনপ্রতিনিধিদের একটি দল পাঁচমুড়া ত্রাণশিবির পরিদর্শনে আসায় অন্যান্য ত্রাণশিবিরগুলিতে রান্না করা খাবার পৌঁছাতে দেরি হয়েছে। দ্রুত তা পৌঁছে দেওয়া হবে।

প্রাক বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন জেলাশাসক-এসপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: জামালপুরে প্রাক বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানি এ ও পুলিশ সুপার সায়ক দাস।

এদিন তাঁরা জারোগ্রাম ও জোতশ্রীরাম অঞ্চলের পাইকপারা, অমরপুর ঘাট, সাজামানতলা প্রভৃতি জায়গা দামোদর নদের তীরবর্তী অঞ্চলগুলো ঘুরে দেখেন ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। ডিভিসি হঠাৎ করেই জল ছাড়লে যাতে পরিস্থিতি হাতের বাইরে না যায় তাই আগাম সতর্ক থাকার জন্য তিনি নিজে খতিয়ে দেখেন। এরই পাশাপাশি তিনি স্থানীয় সাজামানতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘুরে দেখেন ও স্কুলের পড়ুয়াদের হাতে চকলেট তুলে দেন। স্থানীয়দের পক্ষ থেকে জেলাশাসকের কাছে পাইকপাড়ায় একটি ফ্লাড শেল্টার, সাজামানতলা ও পাইকপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসির আবেদন করেন। জেলাশাসক বিষয়টা দেখবেন বলে জানান।

তিনি বলেন, কয়েকদিন বৃষ্টির ফলে নদীতে জল বাড়ায় বর্তমানে কী পরিস্থিতি তা খতিয়ে দেখতে তিনি জামালপুর আসেন। হঠাৎ করে বন্যা পরিস্থিতি হলে সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন কতটা তৈরি আছে তার উত্তরে তিনি বলেন, জেলা প্রশাসন তার সঙ্গে এসপির নেতৃত্বে পুলিশ প্রশাসন, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর, ব্লক প্রসাশন সবাই প্রস্তুত আছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টায় বাংলার বাড়ি প্রকল্পে এই এলাকার প্রচুর মানুষ সিমেন্টের বাড়ি করছেন, তাতে বন্যার সময় মাটির বাড়ি পড়ে যাওয়ার ভয়টা থাকবে না।

বিধায়ক অলক কুমার মাঝি বলেন, যত দিন যাচ্ছে এই এলাকাগুলোর পরিস্থিতি অনেকটাই পালটেছে। কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনা সত্ত্বেও বাংলার বাড়ি প্রকল্পে এই এলাকার প্রচুর মানুষ ঘর পেয়েছেন। বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ডিএম ও এসপি সাহেব এসেছিলেন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে। তিনি নিজেও এই বিষয় নিয়ে মন্ত্রী সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছেন। মেহেমুদ খান বলেন, ব্লকে প্রাক বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ডিএম সাহেবা ও এসপি সাহেব এসেছিলেন, তাঁরা সব খতিয়ে দেখলেন। তাঁর কাছে এলাকার মানুষ কিছু দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্যের মা মাটি মানুষের সরকারের উন্নয়নের ছোঁয়া এখানেও লেগেছে। বাংলার বাড়ি প্রকল্পে অনেকেই এখানে বাড়ি পেয়েছে। তবে এ বিষয়ে তিনি ডিএম ম্যাডামকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান। পরে ব্লকে এসে তিনি জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ প্যাকেটিংয়ের কাজ ঘুরে দেখেন।

এদিন সঙ্গে ছিলেন এসডি ও বুদ্ধদেব পান, এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল, বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, সিআই বিশ্বজিৎ মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, এসডিও ইরিগ্রেশন নীলাদ্রি দে, বিডিও পার্থসারথী দে, জামালপুর থানার ওসি কৃপাসিন্ধু ঘোষ, জাড়োগ্রাম প্রধান নূরজাহান বিবি সাহানা, জোতশ্রীরাম প্রধান আরিফা মণ্ডল-সহ অন্যান্যরা।

মহাসমারোহে উদযাপিত হল বিশ্ব সংগীত দিবস। সিউড়ি ডিআরডিসি সভাকক্ষে বিশ্ব সংগীত দিবস উপলক্ষে গান পরিবেশন করছেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়।

আন্তর্জাতিক যোগ মহোৎসব উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: শনিবার অন্ডালের বাকলা এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজার ক্লাবে উদ্বোধন হল আন্তর্জাতিক যোগ মহোৎসবের। উদ্বোধন করেন বাকোলা এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজার এসকে সাহু, আর্ট অফ লিভিংয়ের স্টেট কাউন্সিল সুমিত ব্যানার্জি, প্রতিষ্ঠানের যোগা শিক্ষক প্রদীপ কুমার পাঠক, জাতীয় যোগা শিক্ষক সুশীল কুমার সিং এবং তাপস রায় ও পরমজিত রায়। এছাড়াও ছিলেন ইসিএলের বাঁকলা এরিয়ার আধিকারিকগণ। এদিন আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের উদ্বোধনের পর ইসিএলের কর্মী ও এলাকার প্রায় শ'খানেক মানুষ এদিন যোগা দিবসে যোগা শিবিরে অংশগ্রহণ করে যোগ প্রশিক্ষণ করেন।

আর্ট অফ লিভিংয়ের স্টেট কাউন্সিল সুমিত ব্যানার্জি জানান, শনিবার থেকে তিন দিনের যোগা প্রশিক্ষণ শুরু হল। রবিবার সকালবেলা যোগা প্রশিক্ষণের পর হবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং যোগা প্রতিযোগিতা। সারাদিনব্যাপী চলবে এই প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতার শেষে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বিজয়ীকে পুরস্কৃত করা হবে। দুই প্রতিযোগিতায় কমবেশি চারশোর অধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করবে। এছাড়াও রবিবার সন্ধ্যায় আর্ট অফ লিভিংয়ের মেগা সৎসং ও নলেজ সেশন হবে। সোমবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হবে সেলিব্রেশন, সেলিব্রেশনে থাকছে যোগার ওপর ভিত্তি করে নৃত্য, নাটক ও যোগার ওপর ভিত্তি করে বিশেষ পারফরম্যান্স।

বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসির বিরুদ্ধেই অভিযোগ মন্ত্রী মলয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এ রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির জন্য ঘুরিয়ে সেই ডিভিসির দিকেই অভিযোগের আঙুল তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। শনিবার বাঁকুড়ার তালডাংরা ব্লকে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। তাই ডিভিসি জল ছাড়লেই এমন বন্যা পরিস্থিতির তৈরি হয়।

সম্প্রতি ভারী বৃষ্টিতে বাঁকুড়া-সহ পশ্চিমের জেলাগুলিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। জয়পণ্ডা নদীর জল ঢুকে এবং বৃষ্টির জল জমে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাঁকুড়ার তালডাংরা ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। এদিন বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী ও রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডিকে সঙ্গে নিয়ে তালডাংরা ব্লকের ক্ষতিগ্রস্থ পাঁচমুড়া এলাকায় যান মন্ত্রী মলয় ঘটক। সেখানে একটি ত্রাণশিবির পরিদর্শন করে দুর্গতদের হাতে ত্রাণের টোকেন তুলে দেন।

পরে তিনি বলেন, আগের বাম সরকারের আমলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে মানুষকে গাছের ওপরে উঠে থাকতে হত। এখন সেই পরিস্থিতি নেই। রাজ্য সরকার দুর্গতদের শুধু ত্রাণশিবিরে আশ্রয় দিয়েই দায় সারেনি সবরকম ভাবে দুর্গতদের পাশে রয়েছে। ফের ভারী বৃষ্টি বা বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলেও তার জন্য প্রশাসন ও রাজ্য সরকার প্রস্তুত আছে।

এরপরই মন্ত্রী এ রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসির বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলেন। তাঁর দাবি, নদী বা খালের নাব্যতা কমে আসা বা অন্য কোনও কারণ নয়, পার্শ্ববর্তী রাজ্যে ঝাড়খণ্ডের জলাধারগুলি থেকে ডিভিসি জল ছেড়ে দেওয়ার ফলেই এমন বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। তাঁর যুক্তি, দক্ষিণবঙ্গর নদীগুলি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। তাই ডিভিসির জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়া হলে তা ওভারফ্লো করে এই নদীগুলিতে চলে এসে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করছে।

বিশ্ব যোগ দিবস পালিত সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: শনিবার ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সিউড়িতে বিশ্ব যোগা দিবস পালন করা হয়। ২০১৪ সালে জাতিসংঘের অনুমোদনের পর থেকে সারা বিশ্বজুড়ে এই দিনটি পালন করা হয়। যোগাভ্যাস শরীর ও মনকে সুস্থ রাখে। প্রায় ৫০০০ বছর আগে যোগাভ্যাসের উদ্ভব হয় ভারতে। মহর্ষি পতঞ্জলিকে যোগের জনক বলা হয়। তিনি যোগের ১৯৫টি সূত্রকে সংকলন করেছিলেন। তিনি তার যোগসূত্রে যোগের বিভিন্ন দিকগুলিকে পদ্ধতিগত ভাবে সংকলন ও পরিমার্জিত করেছিলেন। আর মীরা আলফাসা ছিলেন একজন ফরাসি-ভারতীয় যোগ মাতা। এই দু'জন প্রাচীন ভারতের যোগাশন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই যোগাকে আরো মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পালন করা হল বিশ্ব যোগা দিবস। সকালে সিউড়ির ডিএসএ মাঠে মিলন যোগা অ্যান্ড ফিটনেস সেন্টারের উদ্যোগে যোগ দিবস পালন করা হয়। সেখানে যোগ প্রশিক্ষক মিলন মন্ডলের প্রশিক্ষণে প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রী যোগাসনে অংশগ্রহণ করে। বিদ্যাসাগর কলেজের এনএসএসএর পক্ষ থেকেও বিদ্যাসাগর কলেজে এদিনটি পালন করা হয়। সিউড়ির সিধু কানহু মঞ্চে বীরভূম যোগা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে ও এদিন এই দিনটি পালন করা হয়।

দুই বিধায়ককে নিয়ে যোগ চর্চা সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শনিবার ছিল বিশ্ব যোগ দিবস। এদিন বিষ্ণুপুরের বহু ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন মন্দির রাসমঞ্চ চত্বরে যোগ চর্চা করলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত এদিনের যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে সাংসদের পাশাপাশি এদিন যোগ দেন ওন্দার বিধায়ক অমরনাথ শাখা ও সোনামুখীর বিধায়ক দিবাকর ঘরামি-সহ স্থানীয় বেশ কিছু মানুষ। যোগ চর্চা শেষে যোগ চর্চার উপকারিতা ব্যাখ্যা করেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।

যোগ দিবস পালন উত্তরপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বন্ধুমহল ক্লাবে শনিবার বিকেলে ছাত্রীরা নানারকম যোগ আসন প্রদর্শন করলেন।

বিশিষ্ট যোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর রাখি চৌধুরীর পরিচালনায় রোগে যোগ বিয়োগ ও যোগ উৎকর্ষ যোগ ক্যাম্পের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করলেন। এই যোগ দিবসে অংশগ্রহণ করলেন ১০০ জন ছাত্রী, তাঁরা দূর দূরান্ত থেকে এসেছিলেন। পাঁচ বছর বয়স থেকে শুরু করে কিশোরী ও তরুণীরা অসাধারণ নানারকম যোগাসন প্রদর্শন করলেন, যেমন যোগ মুদ্রা গোমুখাসন-সহ নানারকম যোগ প্রদর্শন। এছাড়া সম্মিলিত ভাবে যোগ প্রদর্শনও করা হয়। কয়েকজন বালিকা যোগাসন নিয়ে আবৃত্তি করল।

এই অনুষ্ঠানে যোগব্যায়াম যোগাসন কী ভাবে মানুষের স্বাস্থ্য ভালো রাখে সেইসব নিয়ে বক্তব্য রাখে একজন ছাত্রী। প্রচুর দর্শক এই যোগাসন অনুষ্ঠান দেখলেন। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট যোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর রাখি চৌধুরী জানালেন, 'প্রত্যেক বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করি আমরা, প্রায় ১০০ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করে, যোগাসন করলে শরীর সুস্থ থাকে ক্লান্তি দূর হয় মনসংযোগ বাড়ে, পড়াশোনা খুব ভালো হয়, খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই সবাইকে বলব আপনারা যোগাসন করুন। শরীর সুস্থ থাকবে, মনসংযোগ বাড়বে।'

ইকো ট্যুরিজম ও ডিয়ার পার্ক তৈরির জন্য প্রশাসনিক ও জেলাস্তরে পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বাম আমলে অবহেলায় পড়ে থাকা ৪০ বিঘা জমিতে কয়েক কোটি টাকা খরচে গড়ে উঠবে ইকো ট্যুরিজম ও ডিয়ার পার্ক, এই অবহেলিত জমি খুঁটিয়ে দেখতে হাজির হয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কালনা মহকুমাশাসক। তিনটি জলাশয় ও বড় জায়গাজুড়ে যা প্রায় ৪০ বিঘা জমি। সেই জমিতে বাম আমলে এক সময় গড়ে উঠেছিল একটি বিনোদন পার্ক, যা বন্ধ হয়ে যায়। সংস্কারের অভাবে মজে পড়া তিনটি বড় পুকুর ও গাছে ঘেরা এই জায়গায় একসময় অসামাজিক কাজকর্ম হত দিনে-রাতে। সেই জমি এখন স্থানীয় পঞ্চায়েতের হাতে। সেই জমিতে ইকো ট্যুরিজম ও ডিয়ার পার্ক তৈরির জন্য প্রশাসনিক স্তরে ও জেলাস্তরে পরিদর্শন হয় শনিবার। এলাকায় থাকা তিনটি পুকুরে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মাছ চাষ করে এলাকার যুবকদের কর্মসংস্থান গড়ে তোলায় প্রধান লক্ষ্য। এদিনের এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কালনার মহকুমাশাসক শুভম আগরওয়াল, বর্ধমান বন বিভাগের ডিএফও সঞ্চিতা শর্মা সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী স্বপনবাবু জানান, এলাকায় থাকা ৪০ বিঘা জমিতে ইকো ট্যুরিজম গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চলছে, আগামী ২৯ জুন থেকে ১০ দিন মহকুমাশাসকের উদ্যোগে এই এলাকায় চলবে সাফাই অভিযান, ড্রোনের মাধ্যমে এলাকার ছবি তুলে সৌন্দর্য দেখা হবে। বিকল্প কর্মসংস্থান হবে এই এলাকার মানুষদের।

খনি পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: দু'দিনের সফরে শুক্রবার কয়লাখনি পরিদর্শনে আসেন কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি। শুক্রবার বিমানে করে তিনি আসেন অন্ডালে। রাত্রিযাপন করেন দুর্গাপুরে একটি বেসরকারি হোটেলে। শুক্রবার তিনি ইসিএলের ঝাঁঝরা প্রজেক্ট পরিদর্শন করেন। শনিবার ঘুরে দেখেন পাণ্ডবেশ্বরের সোনপুর বাজারি প্রকল্প। ঘুরে দেখেন সোনপুর ও মধুডাঙা এলাকার পুনর্বাসন এলাকাও। এছাড়াও এদিন শোনপুর বাজারি এলাকার একটা আর এন কলোনির কমিউনিটি হলে কুড়িজন শারীরিক ভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের ট্রাই সাইকেল বিতরণের পাশাপাশি ২৮ জনের ইসিএলের জয়েনিং লেটার দেন মন্ত্রী নিজের হাতে। দুপুরে মধ্যাহ্নভোজনের পর তিনি সোনপুর বাজারির আরএন কলোনির কমিউনিটি হলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন।

কয়লামন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি বলেন, গত দু'দিনে খনি পরিদর্শনের পাশাপাশি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক ও খনি শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। সাক্ষাতে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে হয়েছে আলোচনা। মন্ত্রী বলেন, দেশে শতকরা ৭০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার হয়। এছাড়াও জ্বালানি হিসাবে কয়লার প্রয়োজন হয় অন্যান্য শিল্প-সহ বহু কাজে। এজন্যই কয়লার উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজন বলে জানান তিনি। উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি নজর দিতে হবে খনি এলাকার সার্বিক উন্নয়নে, স্থানীয়দের রোজগার ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দিকে।

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস,২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট ,২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে **রেজিস্ট্রর, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), এর কাছে, যে হাই স্পিরিটস ব্যারন এলএলপি, লিমিটেড কোম্পানি** এক্ট ২০১৩ এর অধ্যায় XXI এর ১ম অংশ এর অধীনে শেয়ার দ্বারা একটি লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।

২. কোম্পানির প্রধান বিষয়গুলি নিম্নরূপ-
ভারতে বা অন্য কোথাও সকল ধরণের মদ, পানীয়, অ্যালকোহল, ওয়াইন এবং অন্যান্য অনুরূপ পণ্যের প্রস্তুতকারক, প্রক্রিয়াজাতকারী, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, এজেন্ট, দালাল, সরবরাহকারী, পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, পরিবেশক, ডিলার হিসাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করা। (সংক্ষেপে)।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধগুলির একটি অনুলিপি **২ ও.সি. গাঙ্গুলি সরণি, গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং ১ম ফ্লোর, এলআর. সরণী, কলকাতা-৭০০০২০ (পশ্চিমবঙ্গ)** -এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল **রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এবং/অথবা অনুলিপি** ২ ও.সি. গাঙ্গুলি সরণি, গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং ১ম ফ্লোর, এলআর. সরণী, কলকাতা-৭০০০২০ (পশ্চিমবঙ্গ)-এ প্রস্তাবিত কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে **২১ দিনের মধ্যে,** একটি অনুলিপি সহ।

তারিখ- ২১শে জুন, ২০২৫।

হাই স্পিরিটস ব্যারন এলএলপি
(LLPIN- ABB-2968)
এর পক্ষে এবং জন্যে
বিষ্ণু কুমার আগরওয়াল
(মনোনীত অংশীদার)
(DIN: 01148738)

MILANI SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD.
Vill.- Jagannathpur, P.O.- Champadanga, P.S.- Tarakeswar, Dist.- Hooghly, Pin- 712401.
Reg.No.- 27H.G. * Date - 30.03.1966

NOTICE

In compliance of **Memo No 364-CEC/IV -01/2025 dated 18/06/2025** of the Secretary, Co-operative Election commission, West Bengal and sub sequent **Memo No 774(6) dated 19/06/2025** of the Returning officer & Joint Register of Co-operative Societies, Hooghly Range this is to notify that the date of scrutiny of physical nomination papers (filed on 09/06/25 & 10/06/25) and last date of withdrawal of nomination are rescheduled as follows :-

Sl. No.	Subject/Event	Date	Time	Place
01.	Scrutiny of nomination paper (Filled on 09/06/25 & 10/06/25)	25/06/2025	12. 00 Noon	Tarakeswar Thana Samabay Krishi Bipanan Samity Ltd. Tarakeswar
02.	Publication of list of valid Nomination	25/06/2025	After completion of Scrutiny	1) Notice Board of Tarakeswar Thana Samabay Krishi Bipanan Samity Ltd. Tarakeswar, 2) Notice board of the Concerned Society office
03.	Last date of withdrawal of Nomination	26/06/2025	Upto 3.00 P.M.	Tarakeswar Thana Samabay Krishi Bipanan Samity Ltd. Tarakeswar
04.	Publication of final contesting candidates	26/06/2025	After 3.00 P.M.	1) Notice Board of Tarakeswar Thana Samabay Krishi Bipanan Samity Ltd. Tarakeswar, 2) Notice board of the Concerned Society office

However, the date time & place of Poll (if required) and counting of votes & Declaration of Result (if required) will remain unchanged. It will be held on 13/07/2025 as per notification published earlier on 04/06/2025.

(AMAL KUMAR DAS)
Assistant Returning Officer
Milani SKUS Ltd.

(RAFSAN JANI MOLLAH)
Assistant Returning Officer
Milani SKUS Ltd.

GOBARHANRA SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD.
Reg.No.- 40 H.G. * Date -01.05.1961
Vill.-Gobarhanra, P.O.- Basuri, P.S.- Tarakeswar, Dist.- Hooghly.
Mail ID-gobarhanrahskusltd@gmail.com

NOTICE

In compliance of **Memo No 364-CEC/IV -01/2025 dated 18/06/2025** of the Secretary, Co-operative Election commission, West Bengal and sub sequent **Memo No 774(6) dated 19/06/2025** of the Returning officer & Joint Register of Co-operative Societies, Hooghly Range this is to notify that the date of scrutiny of physical nomination papers (filed on 09/06/25 & 10/06/25) and last date of withdrawal of nomination are rescheduled as follows :-

Sl. No.	Subject/Event	Date	Time	Place
1	Scrutiny of nomination paper (Filled on 09/06/25 & 10/06/25)	25/06/2025	12. 00 Noon	Tarakeswar Thana Samabay Krishi Bipanan Samity Ltd. Tarakeswar
2	Publication of list of valid Nomination	25/06/2025	After completion of Scrutiny	1) Tarakeswar Thana Samabay Krishi Bipanan Samity Ltd. Tarakeswar, 2) Concerned Society office
3	Last date of withdrawal of Nomination	26/06/2025	Upto 3.00 P.M.	1) Tarakeswar Thana Samabay Krishi Bipanan Samity Ltd.
4	Publication of final contesting candidates	26/06/2025	After 3.00 P.M.	1) Tarakeswar Thana Samabay Krishi Bipanan Samity Ltd Tarakeswar, 2) Concerned Society office

However, the date time & place of Poll (if required) and counting of votes & Declaration of Result (if required) will remain unchanged. It will be held on 13/07/2025 as per notification published earlier on 04/06/2025.

(PRALOY BISWAS)
Assistant Returning Officer
Gobarhanra SKUS Ltd.

(RAFSAN JANI MOLLAH)
Assistant Returning Officer
Gobarhanra SKUS Ltd.

PIYASARA STATION PATI SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD.
Vill. & P.O.- Aymapaharpur, P.S.- Tarakeswar, Dist.- Hooghly.
Reg.No.- 74 H.G. * Date - 15.05.1961
Mail ID- pspskus@gmail.com

NOTICE

In compliance of **Memo No 364-CEC/IV -01/2025 dated 18/06/2025** of the Secretary, Co-operative Election commission, West Bengal and sub sequent **Memo No 774(6) dated 19/06/2025** of the Returning officer & Joint Register of Co-operative Societies, Hooghly Range this is to notify that the date of scrutiny of physical nomination papers (filed on 09/06/25 & 10/06/25) and last date of withdrawal of nomination are rescheduled as follows :-

Sl. No.	Subject/Event	Date	Time	Place
1	Scrutiny of nomination paper (Filled on 09/06/25 & 10/06/25)	25/06/2025	12. 00 Noon	Tarakeswar Thana Samabay Krishi Bipanan Samity Ltd. Tarakeswar
2	Publication of list of valid Nomination	25/06/2025	After completion of Scrutiny	1) Notice Board of Tarakeswar Thana Samabay Krishi Bipanan Samity Ltd. Tarakeswar, 2) Notice board of the Concerned Society office
3	Last date of withdrawal of Nomination	26/06/2025	Upto 3.00 P.M.	Tarakeswar Thana Samabay Krishi Bipanan Samity Ltd. Tarakeswar
4	Publication of final contesting candidates	26/06/2025	After 3.00 P.M.	1) Notice Board of Tarakeswar Thana Samabay Krishi Bipanan Samity Ltd. Tarakeswar, 2) Notice board of the Concerned Society office

However, the date time & place of Poll (if required) and counting of votes & Declaration of Result (if required) will remain unchanged. It will be held on 13/07/2025 as per notification published earlier on 04/06/2025.

(MOUSUMI CHAKRABORTY)
Assistant Returning Officer
PIYASARA STATION PATI SKUS Ltd.

(RAFSAN JANI MOLLAH)
Assistant Returning Officer
PIYASARA STATION PATI SKUS Ltd.

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, শ্যামসুন্দর শাখা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৭.০৩.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী আবদুল আজিজ মন্ডল (প্রয়াত), স্বত্বা - কৃষি বন্ধু এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ আশিক ইকবাল মন্ডল এবং জিন্নাতার বেগম** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৭,২৩,৩০৯.৫৮ টাকা (সতের লাখ তেইশ হাজার তিনশ নয় টাকা এবং আটান্ন পয়সা) এবং ০৭.১০.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২০ জুন ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৭,২৩,৩০৯.৫৮ টাকা এবং পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা : গোড়া, জেএল নং ৪১, এলআর খতিয়ান নং ৫৮৪১, এলআর প্লট নং ৮৪৬, নবাবহাট, পো : ফাগুপুর, থানা : বর্ধমান সদর, বেলকাশ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : পূর্ব বর্ধমান।
চৌহদ্দি : উত্তরে : ৬০ ফুট চওড়া জি টি রোড, দক্ষিণে : শাজাহান খানের খালি জমি, পূর্বে : হায়দার আলির গুদাম, পশ্চিমে : জয়দেব দে এর ভবন।

তারিখ- ২০.০৬.২০২৫
স্থান - নবাবহাট

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

মেসার্স মা গৌরী ট্রেডিং গ্রাম -দিঘিরপাড়, ক্যানিং সিনেমা রোড, পো এবং থানা : ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩২৯।	**শ্রীমতি লিপিকা সাহা** স্বামী মানিকলাল সাহা, গ্রাম -দিঘিরপাড়, ক্যানিং সিনেমা রোড, পো এবং থানা : ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩২৯।
শ্রীমতি লিপিকা সাহা স্বামী মানিকলাল সাহা, (জামিনদাতা-মা গৌরী ট্রেডিং), নং ৫১, কালাপাথর, বিজয়নগর, ঝিলতলা শিব মন্দিরের নিকট, হ্যাভলক, দক্ষিণ আন্দামান, পিন ৭৪৪২১১।	**মানিকলাল সাহা** পিতা প্রয়াত বঙ্কিম চন্দ্র সাহা (জামিনদাতা মা গৌরী ট্রেডিং) নং ৫১, কালাপাথর, বিজয়নগর, ঝিলতলা শিব মন্দিরের নিকট, হ্যাভলক, দক্ষিণ আন্দামান, পিন ৭৪৪২১১।

রেফারেন্স নং SARB/SB/AKN/2025-26/181 **তারিখ ০৬.০৬.২০২৫**
ম্যাডাম/প্রিয় স্যার,
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
এ/সি - লিপিকা সাহা এবং মা গৌরী ট্রেডিং
HBL A/C: 32909452278, Suraksha A/C: 32909462638, CC A/C: 30418014597
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **০১.০২.২০২২** তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং **০৪.০৫.২০২২** তারিখের প্রতীকী দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৮ ছটাক এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন অবস্থিত মৌজা : দিঘিরপাড়, জেএল নং ১২১, হাল জেএল নং ১০৬, তৌজি নং ২৬৯২/২৮৩৪, আরএস হাল খতিয়ান নং ৬১৫, এলআর খতিয়ান নং ২৫৭৫, বর্তমানে ৪৭৫৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭, থানা : ক্যানিং, এডিএসআর মাতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দিঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি লিপিকা সাহা, দলিল নং ১-৩১৯০-২০১১ সালের।
সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী): উত্তরে : শ্যামলকান্তি দাস, **দক্ষিণে:** রঞ্জিত কুমার হালদার, **পূর্বে :** খাস জমি, **পশ্চিমে :** মানিকলাল সাহার সম্পত্তি।
সংরক্ষিত মূল্য : ৩৭,২৬,০০০.০০ (সাঁইত্রিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকা) টাকা।
আমরা অবারও আপনাদের অবগতির জন্য জানাই ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ২২.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

রাজ্য সরকারকে না-জানিয়ে অপরিকল্পিতভাবে জল ছাড়ছে ডিভিসি: বেচারাম মান্না

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে শনিবার একটি প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল মহকুমা শাসকের দপ্তরে। ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, জেলা শাসক মুক্তা আর্য, মহকুমা শাসক রবি কুমার, আরামবাগ সাংসদ মিতালী বাগ, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, তারকেশ্বর বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়, ধনিয়াখালি বিধায়ক অসীমা পাত্র, হরিপাল বিধায়ক করবী মান্না, প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখার্জী থেকে শুরু করে অন্যান্য মহকুমার অন্যান্য

আধিকারিকরা। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, ডিভিসি প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও অপরিকল্পিতভাবে রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে জল ছাড়ে, প্রতিবারের মতো এবারও এই জিনিসটা হয়েছে। এবারে খানাকুল এবং আরামবাগের বিস্তীর্ণ এলাকাগুলোয় নদীর জল বেড়ে গিয়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এ জায়গায় দাঁড়িয়ে ডিভিসিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে জল ছাড়লে তা অগ্রিম জানাতে, কিন্তু জানাচ্ছে না। আজকেও তারা ৭২ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে, আমরা উদ্বিগ্ন এবং সমস্ত পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য আমরা এখানে বৈঠক করলাম সমস্ত বিভাগকে নিয়ে। বন্যা পরিস্থিতির রিলেটেড দপ্তরগুলির সকল আধিকারিকরা ছিলেন এই বৈঠকে। পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে যে কোনও মুহূর্তে মোকাবিলা করার জন্য আমরা প্রস্তুত। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি চাইছেন যে কোনও বন্যার্ত মানুষ তারা যেন অসুবিধায় না পড়েন। এ ব্যাপারে হুগলি প্রশাসন এবং বিশেষ করে আরামবাগ মহকুমার সকল প্রশাসন মোকাবিলার জন্য তৈরি।

চিকিৎসকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, মৃত্যু ঘিরে রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে চিকিৎসকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসাতের কাছারি মাঠ সংলগ্ন পুলিশ আবাসন থেকে। মৃত চিকিৎসকের নাম দেবজিৎ ঘোষ (২৬)। মৃতের মায়ের অভিযোগ, চিকিৎসকের জেঠু ও জেঠিমার প্ররোচনায় ছেলে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চিকিৎসক দেবজিতের আদি বাড়ি নদিয়ার পলাশিপাড়ায়। তাঁর বাবা রাজ্য পুলিশের কর্মী। বাবার চাকরির কারণে তাঁরা বারাসাতের পুলিশ আবাসনে থাকতেন। কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে দেবজিৎ ২০২৩ সালে এমবিবিএস পাশ করেন। বৃহস্পতিবার রাত থেকে দেবজিতের ঘর ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। মা তাপসী ঘোষ মনে করেছিলেন, ছেলে হয়তো ঘুমোচ্ছেন। তাই তিনি ডাকাডাকি করেননি। তারপর মা ও বাবা পারিবারিক কাজে অন্যত্র গিয়েছিলেন। শুক্রবার রাতে বাড়ি ফিরে তাঁরা দেখেন, ছেলের ঘর সেভাবেই ভিতর থেকে বন্ধ রয়েছে। ডাকাডাকি করলেও কোনও সাড়া মেলেনি। দেবজিতের মোবাইল ফোনে কল করেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। সন্দেহ হতেই তাঁরা ঘরের দরজা ভাঙেন। তখন দেখা যায়, দড়ির ফাঁসে দেবজিতের নিথর দেহ ঝুলছে। তরুণ চিকিৎসকের মৃত্যুর খবর শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ আবাসনে ভিড় জমান। খবর পেয়ে রাতেই বারাসাত থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য তা বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারাসাত থানার পুলিশ।

গোঘাটে বিজেপি নেতার রহস্যজনক মৃত্যু, পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগের গোঘাটে উদ্ধার বিজেপি নেতার রহস্যজনক মৃতদেহ। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গোঘাটের সানবাঁদী এলাকায়। মৃত বিজেপি কর্মীর নাম শেখ বাকিবুল্লাহ (৩৩)। জানা গেছে, ওই ব্যক্তি ভারতীয় জনতা পার্টির সক্রিয় কর্মী এবং সংখ্যালঘু মোর্চার মণ্ডল প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পরিবারের লোকজন ওই বিজেপি কর্মীকে বাড়ির বারান্দায় ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন। এমনকী তার হাত বাঁধা অবস্থায় ছিল বলেই দাবি করেন পরিবারের লোকজন থেকে শুরু করে প্রতিবেশীরা। আর এই ঘটনার কথা জানাজানি হতেই চাঞ্চলের সৃষ্টি হয় এলাকায়। যদিও ওই বিজেপি কর্মীকে খুন করা হয়েছে বলে দাবি করেন পরিবারের সদস্যরা। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গোঘাট থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধারে গিয়ে স্থানীয়দের বাঁধার মুখে পড়ে পুলিশ। স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা জানিয়ে দেন নেতৃত্বরা না এলে তারা মৃতদেহ তুলতে দেবেন না। এই ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুশান্ত বেরা ও পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ। পরিবার ও

প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেন। নেতৃত্বদের আশ্বাসে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। এ প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সভাপতি সুশান্ত কুমার বেরা জানান, আমাদের সক্রিয় বিজেপি কর্মী ছিল। যেভাবে তার হাতে দড়ি বেঁধে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। যেভাবে দুষ্কৃতীদের দ্বারা এই কাজ করা হয়েছে এবং এটা নিন্দানীয় ঘটনার আমরা প্রতিবাদ করছি। তাঁর সঙ্গে যারা এই কাজ করেছে তারা যাতে শাস্তি পায় সেই ব্যবস্থা আমরা করব। আমরা থানায় গিয়ে ডেপুটেশন দেব এবং যে সমস্ত দুষ্কৃতীরা জড়িত তাদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি। যারা এই কাজ করেছে তারা যেন ধরা পড়ে। মৃতের এক আত্মীয় শেখ বদরুল আলম জানান,আমার সঙ্গে রাতে কথা হয়েছিল এবং আমাকে বলে কাজে চলে যাব সৌদি। এরপর ১২৪০ নাগাদ ফোন করি ফোন তোলেননি, সকালে শুনছি এই ঘটনা। এটা মার্ডার করা হয়েছে, ও বিজেপি পার্টির ভালো কর্মী ছিল, এলাকায় ভালো প্রভাব ছিল। ওকে মার্ডার করেছে। অপরদিকে গোঘাট এক নম্বর ব্লক তৃনমুল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্চিত পাখিরা বলেন, যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক। সে যে দলেরই কর্মী হোক না কেন। পুলিশ প্রশাসন বিষয়টি দেখছে। মানুষের বিপদের সময় তৃণমূল সব সময় পাশে থাকে। পুলিশ প্রশাসন উপর তৃণমূলের আস্থা আছে। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় শোকের ছায়া ওই বিজেপি পরিবারে।

দাঁড়ানো লরিতে অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় মৃত তিন, আহত তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি অ্যাম্বুল্যান্স। ঘটনায় মৃত ৩, আহত ৩।

এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার দমদম থেকে দুর্গাপুরে অ্যাম্বুল্যান্সে করে যাওয়ার সময় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের মুসুন্ডা ওয়াচ টাওয়ার সংলগ্ন এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে। অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা মোট তিনজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গুরুতর আহত হন আরও ৩ জন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জামালপুর থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেওয়ার পাশাপাশি

আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে দুই জনের প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হলেও, একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পাশাপশি ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

জামালপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতায় রোগীকে হাসপাতালে ছেড়ে দমদম থেকে অ্যাম্বুল্যান্সের মালিকের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দুর্গাপুরে যাওয়ার পথে দ্রুতগতিতে অ্যাম্বুল্যান্সটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হঠাৎ সজোরে মুসুন্ডা এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে গিয়ে ধাক্কা মারে। চালক সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে পুলিশের অনুমান। পুলিশ জানিয়েছে চালক, সহকারী চালক-সহ একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতরা হলেন বিধান রুইদাস (৩৫), বাড়ি বীরভূমের জয়দেব এলাকায়, বিশ্বজিৎ চৌধুরী (৫২), দুর্গাপুরের বাসিন্দা ও গৌতম দাস (৫৫), দমদমের বাসিন্দা।

মহদীপুরে ধরা পড়ল সন্দেহভাজন বাংলাদেশি যুবক, উদ্ধার ভারতীয় পাসপোর্ট-সহ একাধিক নথি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইংরেজবাজার থানার মহদীপুরে ধরা পড়ল সন্দেহভাজন বাংলাদেশি যুবক। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার ভারতীয় পাসপোর্ট সহ একাধিক নথি। ধৃতের বিরুদ্ধে জারি করা রয়েছে লুকআউট নোটিস। হেপাজতে নিয়ে তাঁকে জেরা শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। শনিবার মালদার ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্তের মহদীপুর দিয়ে ওপারে যাওয়ার সময় ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে ভুয়ো পাসপোর্ট-সহ ধরা পড়ে ওই বাংলাদেশি যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আসলে বাংলাদেশি নাগরিক হলেও এ রাজ্যের মুর্শিদাবাদে ঢুকে পরিচয় ভাড়িয়ে বেশকয়েক বছর ধরে বসবাস করছিল ওই যুবক। এমনকী পাসপোর্ট সহ একাধিক ভারতীয় নথি তৈরি করেছে ওই ব্যক্তি। কিন্তু পরিচয় দুই দেশে, দুই নামে। বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার দিলওয়ার হোসেন (৩১)। এরাজ্যের মুর্শিদাবাদে সেই আবার সেলিম শেখ। ভারতীয় পাসপোর্ট দেখিয়ে বাংলাদেশের যাওয়ার চেষ্টা করার সময় মহদীপুর ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে তাকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাসপোর্ট রিডার মেশিনে জানা যায়, তার বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দিলওয়ার হোসেন বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার পানিহার আষাঢ়িতলা এলাকার বাসিন্দা। বেশ কয়েক বছর ধরেই মুর্শিদাবাদের ভগবানপুর থানার বাজিতপুর কালুখালি এলাকায় সেলিম শেখ পরিচয়ে থাকছিল সে।

ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে আটক হওয়ার পর তাকে ইংরেজবাজার থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তার কাছে ভারতীয় এবং বাংলাদেশি দুই দেশেরই বেশ কিছু সরকারি পরিচয় পত্র পাওয়া গিয়েছে। উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু ভারতীয় টাকা। মুর্শিদাবাদে ওই যুবক ছিল কি না, কিভাবে ভারতীয় পাসপোর্ট তৈরি করে মুর্শিদাবাদের সে কি কাজ করত, গত কয়েক বছরে দু'দেশের মধ্যে যাতায়াত করেছে কিনা, এমন বিভিন্ন তথ্য জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা অফিসাররা। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এব্যাপারে মুর্শিদাবাদ পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে।

হরিপাল বিধানসভার অন্তর্গত কৈকালা গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলেচোঙা রামকুঠিতে দিঘার জগন্নাথ ধামের প্রসাদ বিতরণ করলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ছবি বনস্পতি দে

বাঁধের কাজ খতিয়ে দেখতে শনিবার উদয়নারায়ণপুর থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গা ঘুরলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ সুপার সুবিমল পাল। সঙ্গে ছিলেন উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত দাস।

একুশের প্রস্তুতি সভায় তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল ২১ জুন বসিরহাটের রবীন্দ্রভবনে। সেই প্রস্তুতি সভায় দেখা গেল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ভাঙন। মিছিল করে আইএসএফ, বিজেপি ও সিপিএম থেকে এক হাজার জন সক্রিয় কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন।

বসিরহাট মহকুমার বিভিন্ন এলাকার বিজেপির ও সিপিএমের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য সহ আইএসএফ এর হাজার খানেক মানুষ তৃণমূলে যোগদান করলেন শনিবার। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট রবীন্দ্রভবনে ২১ জুলাই এর ঠিক এক মাস আগে এক হাজার বিরোধী দল থেকে তৃণমূল দলে যোগদান করায় বসিরহাটে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি আরও বাড়ল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূলের বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম ওরফে লিটন। সঙ্গে ছিলেন সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরটিও এর সদস্য সুরজিৎ মিত্র বাদল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আবদুল্লা, শাহানুর মণ্ডল সহ অন্যান্যরা। আইএসএফ নেতা সহ বিরোধী দলের এক হাজার কর্মী তৃণমূলে যোগদান করলেন।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

ডি. সি. দে রোড শাখা
১০৫, দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোড, ট্যাংরা, কলকাতা - ৭০০০১৫

পরিশিষ্ট-IV
[রুল -৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী রুম্পা ঘোষ **শাখা : ডি সি দে রোড**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল নং ১-৮২৮-২০২৪ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-২ আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০২-২০২৪,পৃষ্ঠা ৪০০৪৪ থেকে ৪০০৭৪, সম্পত্তি শ্রীমতি রুম্পা ঘোষ এর নামে, ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতলে , আদিত্য অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা : নয়াবাদ, জেএল নং ২৫, আরএস নং ৩, তৌজি নং ৫৬, আরএস দাগ নং ১৫৮, আরএস খতিয়ান নং ৭৬, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৩৭৮২, ওয়ার্ড নং ১০৯, নয়াবাদ পূর্ব যাদবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৯৯। **সমুদয় সম্পত্তির চৌহদ্দি :** **উত্তরে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট। জিপিএস ব্যবহার দ্বারা সম্পত্তির দখল নেওয়া হয়েছে মূল্যায়ন সময়ে ২৮.১২.২০২৩ তারিখে এবং লঘিমা ২২ডিগ্র ২৯'৯' এন, দ্রাঘিমা : ৮৮ ডিগ্রি ২৪'৫৬"ই।	১) ৩০.০৮.২০২৪ ২) ২০.০৬.২০২৫ **৩) ২৬,১৫,৩৯৮ টাকা** (লেজার ও/এস ২০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী) পরবর্তী সুদ ৮.৯০ শতাংশ বার্ষির হারে ০৪.০৭.২০২৪ থেকে মাস অন্তর জরিমানা সুদ ২.০০ শতাংশ বার্ষিক হারে এবং তার অধিক (ছাব্বিশ লাখ পনের হাজার তিনশ আটানব্বই টাকা পরবর্তী সুদ ৮.৯০ শতাংশ বার্ষিক হারে ০৪.০৭.২০২৪ থেকে মাস অন্তর এবং জরিমানা সুদ ২.০০ শতাংশ বার্ষিকহারে এবং তার অধিক)
ঋণগ্রহীতা : শ্রী প্রদীপ কুমার মন্ডল **শাখা : ডি সি দে রোড**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল নং ১-১৫৪৬ -২০২৪ সালের ,রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-২ আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০২-২০২৪,পৃষ্ঠা ৫৮১৯৫ থেকে ৫৮২২৭ সম্পত্তি শ্রী প্রদীপ কুমার মন্ডল এর নামে, ফ্ল্যাট নং ৩সি,৪র্থতলে, আদিত্য অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা : নয়াবাদ, জেএল নং ২৫, আরএস নং ৩, তৌজি নং ৫৬, আরএস দাগ নং ১৫৮,আরএস খতিয়ান নং ৭৬, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৩৭৮২, ওয়ার্ড নং ১০৯, নয়াবাদ, পূর্ব যাদবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৯৯। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** **উত্তরে :** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** লিফট এবং সিঁড়ি। জিপিএস ব্যবহার দ্বারা সম্পত্তির দখল নেওয়া হয়েছে মূল্যায়ন সময়ে ২৮.১২.২০২৩ তারিখে এবং লঘিমা ২২ডিগ্র ২৯'৯' এন, দ্রাঘিমা : ৮৮ ডিগ্রি ২৪'৫৬"ই।	১) ৩০.০৮.২০২৪ ২) ২০.০৬.২০২৫ **৩) ২৪,০৬,৫৭৮.০০ টাকা** (লেজার ও/এস ৩০.০৮.২০২৪ অনুযায়ী) পরবর্তী সুদ ৮.৯০ শতাংশ বার্ষির হারে ০১.০৭.২০২৪ থেকে মাস অন্তর জরিমানা সুদ ২.০০ শতাংশ বার্ষিক হারে এবং তার অধিক (চব্বিশ লাখ ছয় হাজার পাঁচশ আটাত্তর টাকা পরবর্তী সুদ ৮.৯০ শতাংশ বার্ষিক হারে ০১.০৭.২০২৪ থেকে মাস অন্তর এবং জরিমানা সুদ ২.০০ শতাংশ বার্ষিকহারে এবং তার অধিক)

তারিখ : ২০.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা

স্বা/- চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

হলদিয়া শাখা
হলদিয়া মঞ্জুশ্রী কমপ্লেক্স
পো. খানজানচক হলদিয়া
থানা : দুর্গাচক
জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর

তারিখ : ১১.০৬.২০২৫

প্রতি,
১. **শ্রী সন্দীপ চৌধুরী,** পিতা প্রয়াত কালি চৌধুরী, এন ০২৮৬, বাসুদেবপুর দক্ষিণ পল্লি, নং ২ পশ্চিম হসপিটাল কোয়ার্টার, পো এবং থানা : দুর্গাচক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৬০২, **আরও ঠিকানা :** লর্ড কৃষ্ণ প্যালেস, ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য়তল, খাঞ্জানচক, হলদিয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬০২।
২. **শ্রীমতি মিঠু চৌধুরী** স্বামী সন্দীপ চৌধুরী, এন ০২৮৬, বাসুদেবপুর দক্ষিণ পল্লি, নং ২ পশ্চিম হসপিটাল কোয়ার্টার, পো এবং থানা : দুর্গাচক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৬০২, **আরও ঠিকানা :** লর্ড কৃষ্ণ প্যালেস, ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য়তল, খাঞ্জানচক, হলদিয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬০২।

রেফা : লোন এ/সি শ্রী সন্দীপ চৌধুরী, পিতা প্রয়াত কালি চৌধুরী এবং শ্রীমতি মিঠু চৌধুরী, স্বামী সন্দীপ চৌধুরী-আমাদের হলদিয়া শাখা থেকে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নং	অ্যাকাউন্টের ধরন	ও/এস বকেয়া পুঞ্জিভূত সুদ ১৮.০৪.২০২৩ থেকে এবং বর্তমান মূল এবং সুদ সহ
১.	৪০০১৮৩৯০৫৮	সেন্ট হোম এ/সি	২৬,৩২,৭২১.০০ টাকা
		মোট	২৬,৩২,৭২১.০০ টাকা

বিষয় : সংশ্লিষ্ট ২০০২ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ত্রিশ দিনের নোটিশ
মহাশয়/মহাশয়া,
আমাদের **১৮.০৪.২০২৩** তারিখের দাবি নোটিশ সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে এবং **২১.০৮.২০২৩** তারিখের আমাদের দখল নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে সংযুক্ত মতে **৩০ দিনের** নোটিশ শীর্ষক অ্যাকাউন্টগুলির জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) আপনাদের অবগত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট শীর্ষক অ্যাকাউন্ট উল্লিখিত নোটিশগুলি অনুযায়ী জামিনদত্ত সম্পদগুলি (১৩(২) এবং ১৩(৪) অধীনে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং সংশ্লিষ্ট রুলস অধীনে।
সংশ্লিষ্ট নোটিশের ৩০ দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণে আমরা বিক্রয়ের জন্য সংবাদপত্রে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) অধীনে আবশ্যক সাধারণ নোটিশ প্রকাশ করব এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ শ্রী সন্দীপ চৌধুরী, পিতা প্রয়াত কালি চৌধুরী এবং শ্রীমতি মিঠু চৌধুরী, স্বামী সন্দীপ চৌধুরীর নামে সম্পত্তি মুক্তি প্রসাদ জানা এর বহুতল ভবনে , মৌজা : বাসুদেবপুর, প্লট নং ৭৮৪ এবং ৭৮৫, ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য়তলে, জেএল নং ১৩৪, খতিয়ান নং ২২৮, হলদিয়া পুরসভা অধীন । মৌজা : খাঞ্জনচক, থানা : দুর্গাচক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর অনুযায়ী বিক্রয়ের প্রক্রিয়া গ্রহণ করব। চৌহদ্দি : উত্তরে : বীরেন জানা, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : সড়ক এবং মার্কেট, পশ্চিমে : ভক্তি প্রসাদ জানা।
সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সারফেসি আইনের সংস্থান এবং রুলস অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদাতাগণ এর অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, উক্ত সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অ্যাকান্ট অধীনে **১৮.০৪.২০২৩** অনুযায়ী **২৬,৩২,৭২১.০০ টাকা** অধার্য সুদ এবং ব্যয় মোট প্রযোজ্য মতে আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্বা/- ব্রজেশ কুমার, অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

হলদিয়া শাখা
হলদিয়া মঞ্জুশ্রী কমপ্লেক্স
পো. খানজানচক হলদিয়া
থানা : দুর্গাচক
জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর

তারিখ : ১২.০৬.২০২৫

প্রতি,
১. **মেসার্স সোনিয়া মোটরস, স্বত্বাধিকারী : শেখ মহম্মদ মাসুদ,** পিতা এস কে ফরিদ মহম্মদ, গ্রাম - ভবানীপুর, পো. দেভোগ, থানা : ভবানীপুর, হলদিয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৬৫৭
২. **শেখ সেলিম আলি (জামিনদাতা)** বাসুদেবপুর, এইচপিএল লিংক, পো. খানজানচক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৬০২
৩. **শ্রী লক্ষ্মী কান্ত মান্না (জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত গদাধর মান্না, দুর্গাচক নিউ কলোনি, দুর্গাচক, হলদিয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৬০২

রেফা : লোন এ/সি মেসার্স সোনিয়া মোটরস, স্বত্বাধিকারী শেখ মহম্মদ মাসুদ-আমাদের হলদিয়া শাখা থেকে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নং	অ্যাকাউন্টের ধরন	ও/এস বকেয়া পুঞ্জিভূত সুদ ১৭.০৮.২০১৮ থেকে এবং বর্তমান মূল এবং সুদ সহ
১	১১৭৩৪০৭১১৪	মাইক্রো এন্টারপ্রাইজেস সার্ভিস	১৪,১০,৪৬৪.০০ টাকা
২	২৯১৫২৩৮৪৬	সেন্ট মর্টগেজ	২১,৩৮,৬৫৬.০০ টাকা
		মোট	৩৫,৪৯,১২০.০০ টাকা

বিষয় : সংশ্লিষ্ট ২০০২ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ত্রিশ দিনের নোটিশ
মহাশয়/মহাশয়া,
আমাদের **১৭.০৮.২০১৮** তারিখের দাবি নোটিশ সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে এবং **০৭.০১.২০১৯** তারিখের আমাদের দখল নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে সংযুক্ত মতে **৩০ দিনের** নোটিশ শীর্ষক অ্যাকাউন্টগুলির জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) আপনাদের অবগত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট শীর্ষক অ্যাকাউন্ট উল্লিখিত নোটিশগুলি অনুযায়ী জামিনদত্ত সম্পদগুলি (১৩(২) এবং ১৩(৪) অধীনে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং সংশ্লিষ্ট রুলস অধীনে।
সংশ্লিষ্ট নোটিশের ৩০ দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণে আমরা বিক্রয়ের জন্য সংবাদপত্রে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) অধীনে আবশ্যক সাধারণ নোটিশ প্রকাশ করব এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ শ্রী মহম্মদ মুসাদ, পিতা শেখ ফরিদ মহম্মদ (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী লক্ষ্মী কান্ত মান্না (জামিনদাতা) নামে সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এরিয়া পরিমাণ ৮ ডেসিমেল(বাস্তু) এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন প্লট নং ৬৯২ এবং ৬৯৩, জেএল নং ১৫০, আরএস নং ১৬৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৬১২/২, মৌজা : ভবানীপুর ,পো :দেবহগ, থানা : ভবানীপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১৬৫৭ অনুযায়ী বিক্রয়ের প্রক্রিয়া গ্রহণ করব।
সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সারফেসি আইনের সংস্থান এবং রুলস অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদাতাগণ এর অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, উক্ত সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অ্যাকান্ট অধীনে **১৭.০৮.২০১৮** অনুযায়ী **৩৫,৪৯,১২০.০০** টাকা অধার্য সুদ এবং ব্যয় মোট প্রযোজ্য মতে আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্বা/- ব্রজেশ কুমার, অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

হলদিয়া শাখা
হলদিয়া মঞ্জুশ্রী কমপ্লেক্স
পো. খানজানচক হলদিয়া
থানা : দুর্গাচক
জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর

তারিখ : ১২.০৬.২০২৫

প্রতি,
১. **মেসার্স সিংঘ অ্যান্ড কোং, স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী কৃষ্ণা সিংঘ,** গ্রাম - ব্রজনাথচক, পোস্ট হলদিয়া পোর্ট, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৬০৫
২. **শ্রীমতী কৃষ্ণা সিংঘ,** গ্রাম - ব্রজনাথচক, পোস্ট হলদিয়া পোর্ট, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৬০৫
৩. **শ্রী নারায়ণ সিংঘ (জামিনদাতা)** গ্রাম - ব্রজনাথচক, পোস্ট হলদিয়া পোর্ট, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১৬০৫

রেফা : লোন এ/সি মেসার্স সিংঘ অ্যান্ড কোং, স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী কৃষ্ণা সিংঘ-আমাদের হলদিয়া শাখা থেকে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নং	অ্যাকাউন্টের ধরন	ও/এস বকেয়া পুঞ্জিভূত সুদ ১৮.০৪.২০২৩ থেকে এবং বর্তমান মূল এবং সুদ সহ
১.	৩৮২০৮২১১৯৪	সেন্ট কোভিড ১৯ সহায়তা	১,২৬,৯৯৩.০০ টাকা
২.	৩৮২৫৮১৯১৩৬	টিএল-সেন্ট জিইসিএল এমএসএমই	১১,৫৭,৮৭০.০০ টাকা
৩.	৫১২৪৮৬৯২১৪	এফআইটিএল সিওভিআই আরএফ২ স্মল বুসিন	১৭,৯৭,৯১৫.০০ টাকা
৪.	৩২০০৩২৮০৮৯	স্মল এন্টারপ্রাইজেস সার্ভিস	৭৪,৮৪,৪৫৬.৩৫ টাকা
৫.	৩২৩৯৩০৪৩৬০	সেন্ট হোম ফ্লোটিন আপটু ২৫এল	১৪,০২,৯৪৬.০৫ টাকা
		মোট	১,১৯,৭০,১৮০.৪০ টাকা

বিষয় : সংশ্লিষ্ট ২০০২ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ত্রিশ দিনের নোটিশ
মহাশয়/মহাশয়া,
আমাদের ০২.০৬.২০২২ তারিখের দাবি নোটিশ সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে এবং ০২.০৯.২০২২ তারিখের আমাদের দখল নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে সংযুক্ত মতে **৩০ দিনের** নোটিশ শীর্ষক অ্যাকাউন্টগুলির জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) আপনাদের অবগত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট শীর্ষক অ্যাকাউন্ট উল্লিখিত নোটিশগুলি অনুযায়ী জামিনদত্ত সম্পদগুলি (১৩(২) এবং ১৩(৪) অধীনে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং সংশ্লিষ্ট রুলস অধীনে।
সংশ্লিষ্ট নোটিশের ৩০ দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণে আমরা বিক্রয়ের জন্য সংবাদপত্রে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) অধীনে আবশ্যক সাধারণ নোটিশ প্রকাশ করব এবং **ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ কৃষ্ণা সিংহ** এর নামে সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট নং এফ-৩, তিনতলায়, এরিয়া ১১৭৯ বর্গফুট অতিরিক্ত ১২০ বর্গফুট কার পার্কিং স্পেস অ্যাপার্টমেন্ট নাম আজাদহিন্দ ফোর্ট ফেজ-২, স্থান মৌজা : বিশ্বনাথ দিত্তেরচক হাতি বেড়িয়া এবং রত্নাগুড়ের চক, জেএল নং ১৯৪, ১৯৫ এবং ১৬৭, ল্যান্ড মার্ক -ভারতীয় বৈদ্য ভবন স্কুল, আজাদহিন্দ নগর, হাতি বেড়িয়া এংবে লিজ দলিল নং ১-১২৬,নারায়ণ সিংহ এর নামে বসবাসের জমি/ভবন এবং তৎসহ গুদাম একতলায় এরিয়া ৪ ডেসিমেল স্থান মৌজা : ব্রজনাথচক, জেএল নং ১৯৬,প্লট নং ৩ ১ এ, থানা : হলদিয়া, ল্যান্ড মার্ক -পাল মেডিকেলের নিকট, থার্টিন মোড়, হলদিয়া টাউনশিপ।
সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সারফেসি আইনের সংস্থান এবং রুলস অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদাতাগণ এর অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, উক্ত সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অ্যাকান্ট অধীনে ০২.০৬.২০২২ অনুযায়ী **১,১৯,৭০,১৮০.৪০** টাকা (**এক কোটি উনিশ লাখ সত্তর হাজার একশ আশি টাকা এবং চল্লিশ পয়সা**) অধার্য সুদ এবং ব্যয় মোট প্রযোজ্য মতে আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্বা/- ব্রজেশ কুমার, অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

হলদিয়া শাখা
হলদিয়া মঞ্জুশ্রী কমপ্লেক্স
পো. খানজানচক হলদিয়া
থানা : দুর্গাচক
জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর

তারিখ : ১২.০৬.২০২৫

প্রতি,
১. **মেসার্স অ্যাপেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি, স্বত্বাধিকারী : শ্রী সোম্য ভট্টাচার্য,** ১৭/১, সাহাপুর কলোনি ইস্ট, ব্লক জে, বঙ্কিম মুখার্জি সরণি, নিউ আলিপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৫৩
২. **শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত ভাস্কর ভট্টাচার্য, গ্রাম ভবানীপুর, দেওভোগ মিলন স্কুলের নিকট, ভবানীপুর থানার বিপরীতে, পো. দেওভাগ, থানা : ভবানীপুর, হলদিয়া, পিন - ৭২১৬৫৭

রেফা : লোন এ/সি মেসার্স অ্যাপেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি, স্বত্বাধিকারী : শ্রী সোম্য ভট্টাচার্য-আমাদের হলদিয়া শাখা থেকে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নং	অ্যাকাউন্টের ধরন	ও/এস বকেয়া পুঞ্জিভূত সুদ ৩০.১১.২০১৮ থেকে এবং বর্তমান মূল এবং সুদ সহ
১.	৩৬০৩৯১৫৬২৭	স্মল এন্টারপ্রাইজেস সার্ভিস	২,২৪,৩০,৫৭২.০০ টাকা
		মোট	২,২৪,৩০,৫৭২.০০ টাকা

বিষয় : সংশ্লিষ্ট ২০০২ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ত্রিশ দিনের নোটিশ
মহাশয়/মহাশয়া,
আমাদের **৩০.১১.২০১৮** তারিখের দাবি নোটিশ সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে এবং **২৫.০৩.২০১৯** তারিখের আমাদের দখল নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে সংযুক্ত মতে **৩০ দিনের** নোটিশ শীর্ষক অ্যাকাউন্টগুলির জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) আপনাদের অবগত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট শীর্ষক অ্যাকাউন্ট উল্লিখিত নোটিশগুলি অনুযায়ী জামিনদত্ত সম্পদগুলি (১৩(২) এবং ১৩(৪) অধীনে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং সংশ্লিষ্ট রুলস অধীনে।
সংশ্লিষ্ট নোটিশের ৩০ দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণে আমরা বিক্রয়ের জন্য সংবাদপত্রে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) অধীনে আবশ্যক সাধারণ নোটিশ প্রকাশ করব এবং **ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ ক) জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ওরফে সৌম্য ভট্টাচার্য, পিতা রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য** উল্লেখ্য দলিল নং ১-৬২০৪ তারিখ ২৭ জুন ১৯৭৩,সাব রেজিস্ট্রার সুতাহাটা, পূর্ব মেদিনীপুর। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন। অবস্থিত মৌজা : ভবানীপুর, থানা : ভবানীপুর, জেএল নং ১৫০,হাল খতিয়ান নং ২৪২, আরএস খতিয়ান নং ২৫৪, প্লট নং ৮৬০/৮৬১-১.২ ডেসিমেল/১৪.৪ ডেসিমেল মোট এরিয়া জমির ১৫.৬ ডেসিমেল। প্লট নং ৬১ এর চৌহদ্দি: উত্তরে : ৪১ এনএইচ রোড, দক্ষিণে : প্লট নং ৮৬০ এর প্লট ৮৬০, উত্তরে : প্লট নং ৮৬১, দক্ষিণে : সড়ক। **(খ) জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ওরফে সৌম্য ভট্টাচার্য,** পিতা রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৫৭০ তারিখ ১১ মার্চ ১৯৭৪, সাব রেজিস্ট্রার সুতাহাটা, পূর্ব মেদিনীপুর। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : ভবানীপুর, থানা : ভবানীপুর, জেএল নং ১৫০, হাল খতিয়ান নং ২৪২, আরএস খতিয়ান নং ৩০২, প্লট নং ৮৫৮/৮৫৯-১৫ ডেসিমেল/ ২ ডেসিমেল মোট এরিয়া জমি ১৭ ডেসিমেল। **চৌহদ্দি : প্লট নং ৮৫৯ এর জন্য :** উত্তরে : প্লট নং ৮৫৮, দক্ষিণে : সড়ক। **প্লট নং ৮৫৮ এর জন্য :** উত্তরে : প্লট নং ৮৬৯, দক্ষিণে : প্লট নং ৮৫৯ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের সংস্থান অধীনে এবং রুলস অধীনে ।
সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সারফেসি আইনের সংস্থান এবং রুলস অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদাতাগণ এর অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, উক্ত সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অ্যাকান্ট অধীনে ৩০.১১.২০১৮ অনুযায়ী **২,২৪,৩০,৫৭২.০০ টাকা (দুই কোটি চব্বিশ লাখ তিরিশ হাজার পাঁচশ বাহাত্তর টাকা)** অধার্য সুদ এবং ব্যয় মোট প্রযোজ্য মতে আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্বা/- ব্রজেশ কুমার, অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

শেষ ৭ উইকেট পড়ল মাত্র ৪১ রানেই!

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম দিনের খেলা যেখানে শেষ করেছিলেন শুভমন গিল ও ঋষভ পন্থ ঠিক সেখান থেকেই শনিবারের খেলা শুরু করলেন তাঁরা। প্রথম দিনে শুভমন অপরাজিত ছিলেন ১২৭ রানে এবং পন্থ ছিলেন ৬৫ রানে। এরপর প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ব্যাট হাতে ক্রিজে নেমে দুই ভারতীয় ব্যাটারের মধ্যেই দেখা গিয়েছিলেন সেই পুরনো আত্মবিশ্বাস। ধীরে ধীরে দুই ব্যাটারই দলকে ক্রমশ বড় রানের দিকে এগিয়ে সঠিক পথেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের ব্যাটিং দেখে যখন সবাই প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন এই টেস্টের প্রথম ইনিংসেই ডবল সেঞ্চুরি হাঁকাবেন ভারতের নবনিযুক্ত অধিনায়ক, কিন্তু তাঁদের সে আশা আর পূরণ করতে পারলেন না শুভমন। ১৪৭ রানেই থামতে হল টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ককে। ২২৭ বল খেলে এই রান করেন পঞ্জাব কা পত্তুর। তাঁর ইনিংস সাজানো ছিল ১৯টি চার ও একটি ছয়ের সাহায্যে।

অপর দিকে যশস্বী, শুভমনের পর তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ফেলেন সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। এই টেস্ট সিরিজে যে নিজেকে প্রমাণ করতেই বেছে নিয়েছিলেন ঋষভ তা ফের একবার সমালোচকদের বুঝিয়ে দিলেন ব্যাট হাতে। ইংল্যান্ড পেসার শোয়েব বসিরের বলে লম্বা ওভার বাউন্ডারিতে ছিল যেন যাবতীয় সমালোচনার জবাব। ১৪৬ বল খেলে শতরান পূর্ণ করলেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের দলনেতা।

সদ্য শেষ হওয়া আইপিএল-র সবচেয়ে দামি (২৭ কোটি) টাকা দিয়ে তাঁকে দলে নিয়েছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। কিন্তু ক্রিকেটের মেগা টি-টোয়েন্টি লিগে নিজেকে একেবারেই ছন্দে নিয়ে যেতে পারেননি ২৭ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। তাই তাঁকে নিয়ে সমালোচনাও কম হয়নি। কিন্তু পন্থ হয়ত সমালোচনার জবাব দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন এবারের এই ইংল্যান্ড সিরিজটা। আর সেখানেই ঝলসে উঠল লখনউ অধিনায়কের ব্যাট। এই নিয়ে ইংল্যান্ডের মাটিতে নিজের তৃতীয় শতরানটি পূর্ণ করে ফেললেন পন্থ। এবং ভারতীয় উইকেটরক্ষক হিসেবে আর কারও দখলে নেই এতগুলো শতরান। উইকেটরক্ষক হিসেবে এটি তাঁর সপ্তম শতরান। হেডিংলে-তে শনিবার শতরান করেই পন্থ পিছনে ফেলে দিলেন প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। মাহির সংগ্রহ ছিল ৬টি সেঞ্চুরি। মাহি যেখানে মোট ৯০টি ম্যাচ খেলে ৬টি সেঞ্চুরি করেছেন, সেখানে পন্থ ৪৪টি টেস্ট খেলে ধোনির থেকে একটি বেশি সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ফেলেছেন ইতিমধ্যে।

শনিবার এই শতরানের পরই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ডিগবাজিও খান তিনি। যা ইতিমধ্যে ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে। শুভমনের মতো পন্থও যখন ধীরে ধীরে ডবল সেঞ্চুরির দিকে এগিয়ে চলেছিলেন। তবে ক্রিকেট বড় অনিশ্চয়তার খেলা। একটা ভুল করা মানেই সব শেষ। পন্থের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। ১৩৪ রানের ঘরে এসেই থামতে হল তাঁকে। ১৭৮ বল খেলে ১২টি চার ও ৬টি ছয়ের সাহায্যে এই রান করেন তিনি।

এদিকে সাই সুদর্শনের মতো কোনও রান না পেয়েই সাজঘরে ফিরলেন করুণ নায়ার। সুদর্শনের পাশাপাশি তাঁকে ঘিরেও আশা দেখেছিলেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু করুণ আট বছর জাতীয় দলের প্রথম একাদশে জায়গা পেয়ে সেই ভরসা রাখতে ব্যর্থ হলেন। এরপর অবশ্য আর কোনও ভারতীয় ব্যাটারই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলেন না। লাঞ্চের পরই ৪৭১ রানে গুটিয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস।

ভারত-

যশস্বী- বোল্ড বেন স্টোকস	১০১
কেএল রাহুল- কট রুট, বল কার্সে	৪২
সাই সুদর্শন- কট স্মিথ, বল স্টোকস	০
শুভমন গিল-কট জস, শোয়েব বসির	১৪৭
ঋষভ পন্থ- এলবিডব্লু জস	১৩৪
করুণ নায়ার- কট ওলি পপ, বল স্টোকস	০
রবীন্দ্র জাদেজা-বোল্ড জস	১১
শার্দুল ঠাকুর- কট ব্রুক, বল জস	১
জসপ্রীত বুমরা-কট ব্রুক, বল জস	০
মহম্মদ সিরাজ-অপরাজিত	৩
প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা-বোল্ড জস	১

গিলকে নিয়ে বড় ভবিষ্যদ্বাণী সৌরভের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হেডিংলেতে গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের মধ্যে পাঁচ টেস্টের সিরিজের প্রথম টেস্ট। টসে হেরে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বেন স্টোকস। শুক্রবার ব্যাটিং করতে নেমে ভারতের হয়ে দুরন্ত শতরান করেন অধিনায়ক শুভমন গিল ও আর এক ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। ভারতীয় অধিনায়কের দুরন্ত এই ইনিংস দেখে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারদের পাশাপাশি, প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের হুসেন-ও।

এদিকে হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেগঘন বার্তা পোস্ট করেছেন ভারতের প্রাক্তন দুই অধিনায়ক শচীন তেন্ডুলকর ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। শচীন তাঁর বার্তায় লেখেন, 'প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই যশস্বী ও শুভমনকে।'

হেডিংলেতে ইতিহাস ঋষভ পন্থের! তবুও চিন্তায় ভারতীয় দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইংল্যান্ডের মাটিতে ফের ইতিহাস গড়লেন ঋষভ পন্থ। হেডিংলেতে দুর্দান্ত ইনিংস খেলে টেস্টে নিজের সপ্তম শতরানটি পূর্ণ করলেন ভারতীয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। শোয়েব বশিরের বলে এক হাতে বিশাল ছক্কা মেরে মাত্র ১৪৬ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি। তারপর দারুণ স্টাইলে ব্যাট ছুঁড়ে দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে সেলিব্রেশনে মাতেন পন্থ, যা আইপিএলের এক ম্যাচের স্মৃতি ফিরিয়ে দেয়। প্রথম দিনই বিদেশের মাটিতে টেস্টে সর্বাধিক শতরানের নিরিখে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে টপকে যান তিনি। এই শতরান তাঁর ইংল্যান্ডে তৃতীয় এবং টেস্টে মোট সাত নম্বর শতরান, যা কোনও ভারতীয় উইকেটরক্ষকের মধ্যে সর্বাধিক। ধোনি তাঁর কেরিয়ারে করেছিলেন ৬টি শতরান। মাত্র ৪৪টি টেস্ট খেলে এই নজির গড়লেন পন্থ।ঋষভ পন্থের সঙ্গে শুভমান গিল গড়েন ২০৯ রানের দুর্ধষ পার্টনারশিপ। যদিও গিল দেড়শোর ঠিক আগে আউট হন। এরপর আউট হন পন্থও;১৩৪ রান করে। পরে তাড়াহুড়োয় আউট হন করুণ নায়ার ও শার্দুল ঠাকুর। লাঞ্চে ভারতের রান দাঁড়ায় ৭ উইকেটে ৪৫৪। কিন্তু মাত্র ২৪ রানে চার উইকেট হারানো ভারতের জন্য বড় চিন্তার বিষয় হয়ে উঠছে। এই ইনিংসে পন্থ যেমন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন, তেমনি ভারতের ব্যাটিং ভরাডুবির আভাসও স্পষ্ট হয়ে উঠল দিনের শেষে।

এফএসডিএল-এর বার্তা এআইএফএফ-কে

আগামী ১০ বছরেও আইএসএলে অবনমন নেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, নয়াদিল্লি: কিছুতেই যেন জট কাটছে না ভারতীয় ফুটবলের। কেননা মাত্র দিন কয়েক আগে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে যে বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে আগামী আইএসএল কবে থেকে শুরু হবে তার কোনও দিনক্ষণ নির্দিষ্ট ছিল না। যা নিয়ে একটা ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন আপমর ফুটবলপ্রেমী ও আইএসএল-এ খেলা ক্লাবগুলি। যদিও এফএসডিএল-র সঙ্গে চলতি বছরেই চুক্তি শেষ হচ্ছে এআইএফএফ-র, তবু তারই মধ্যে সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে এক বার্তা দিয়েছে এফএসডিএল (ফুটবল স্পোর্টস ডেভলপমেন্ট লিমিটেড)। তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১০ বছর আইএসএল-এ অবনমন হবে না বলে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং এআইএফএফ-র মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তাতে এফএসডিএল জাতীয় দল সহ ভারতীয় ফুটবলের সম্প্রচার সহ বিভিন্ন বিষয়ে ফেডারেশনকে বার্ষিক ৫০ কোটি টাকা প্রদান করে। যেহেতু চুক্তিটি ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে তার আগে এফএসডিএল-র সঙ্গে নতুন চুক্তি সম্পন্ন করতে হত ফেডারেশনকে। যেহেতু ফেডারেশনের কমিটি গঠনের বিষয়টি নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতের মামলা চলছে, তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত শীর্ষ আদালত রায় দেবে, ততক্ষণ কমিটি এফএসডিএল-র সঙ্গে নতুন করে চুক্তির বিষয়ে কোনও কথা বলতে পারবে না।

ভারতীয় উইকেটরক্ষক হিসেবে সর্বাধিক টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙলেন ঋষভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার লিডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজের প্রথম ম্যাচে ঋষভ পন্থ তার সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরি করে ভারতীয় উইকেটরক্ষক হিসেবে দীর্ঘতম ফর্ম্যাটে সর্বাধিক সেঞ্চুরির এমএস ধোনির রেকর্ড ভেঙে দিলেন। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ধোনি টেস্ট ক্রিকেটে ছয়টি সেঞ্চুরি করেছিলেন।

২০১৮ এবং ২০২২ সালে সেঞ্চুরির পর ইংল্যান্ডে এটি ছিল পন্থের তৃতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি।

টেস্টে সর্বাধিক সেঞ্চুরি করা ভারতীয় উইকেটরক্ষক

ঋষভ পন্থ - ৭

এমএস ধোনি - ৬

ঋদ্ধিমান সাহা - ৩

টেস্টে সর্বাধিক সেঞ্চুরি করা উইকেটরক্ষক

অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (অস্ট্রেলিয়া) - ১৭

অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার (জিম) - ১২

লেস আমেস (ইংল্যান্ড) - ৮

মোহনবাগান রত্ন সম্মান টুটু বোসকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার নয়া সচিব সৃঞ্জয় বোসের নেতৃত্বাধীন মোহনবাগানের কার্যকরী কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক ছিল। বৈঠকের পর জানানো হয়, এই বছর মোহনবাগান রত্ন সম্মান পাচ্ছেন টুটু বোস। মোহনবাগান রত্ন সম্মানের জন্য প্রাক্তন সভাপতির নাম প্রস্তাব করেছিলেন বর্তমান সভাপতি দেবাশিস দত্ত। সভাপতির প্রস্তাবে সমর্থন করেন বাকি সদস্যরা। পরের বছর প্রয়াত অঞ্জন মিত্রকে মোহনবাগান রত্ন দেওয়া হবে।

কার্যকরী কমিটির বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে সচিব সৃঞ্জয় বোস ও সভাপতি দেবাশিস দত্ত টুটু বোসের নাম ঘোষণা করেন। প্রতি বছর ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবসে অনুষ্ঠান হয় ক্লাবে। সেই দিনই অন্যান্য এই সম্মান দেওয়া হয়। ২০০৭ সালে কর্মকর্তা হিসেবে মোহনবাগান রত্ন পেয়েছিলেন ধীরেন দে। এবার সেই সম্মান পাচ্ছেন স্বপনসাধন বোস। আধুনিক মোহনবাগান ক্লাবের রূপকার বলা যায় তাঁকে। ১৯৯১ থেকে মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি ছিলেন টুটু বসু। ২০১৮ সালে ক্লাবের সচিব নির্বাচিত হন।সম্প্রতি মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনের ডামাডোলে সভাপতি

হিসেবে পদত্যাগ করেন তিনি।

সচিব সৃঞ্জয় বোস এদিন জানান, এই বছর মোহনবাগান দিবসের অনুষ্ঠান হবে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। বিশেষ অতিথি হিসেবে কে আসবেন, সেই বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। পাশাপাশি আরও অন্যান্য পুরস্কার যেগুলি থাকে, সেই বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আগামী ১০ জুলাই কর্মসমিতির পরবর্তী বৈঠকে।

বিশ্ব যোগ দিবসে সব পেয়েছির আসরের বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বপন বুড়ো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'সব পেয়েছির আসর'। সারা রাজ্য তথা দেশের ক্রীড়া আঙ্গিনায় তাদের প্রতিভা নাম উজ্জ্বল করছে বছরের পর বছর। তাদের বিভিন্ন শাখায় ক্রীড়াবিদদের সংখ্যা উল্লেখ্যযোগ্য। সারা দেশের পাশাপাশি শনিবার বিশ্ব যোগ দিবস পালন করল 'সব পেয়েছির আসর'। এদিন কেন্দ্রীয় শিশু ভবন, জেমস লঙ সরণিতে আয়োজিত হয়েছিল যোগাসনের আসর। এদিন এই সংস্থার ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন যোগাসন প্রদর্শন করেন। এই কর্মসূচি উপলক্ষে বসেছিল চাঁদের হাট। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অন্যতম কাণ্ডারী বলরাম হালদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। তাদের আশা আগামী দিনে তাদের ছাত্র ছাত্রীরা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও সুনাম এর সঙ্গে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে যাবে। বিভিন্ন ধরনের যোগাসন প্রদর্শন করেন সব পেয়েছির আসরের ছাত্র ছাত্রীরা।

বিশ্ব যোগ দিবসে সব পেয়েছি আসরের অনুষ্ঠানে বলরাম হালদার সহ অন্যান্যরা।

দু'বছর ধরে ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা কিশোরী, গ্রেপ্তার ১৭ জন

অমরাবতী, ২১ জুন: দু'বছর ধরে এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল ১৪ জনের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি অন্ধ্রপ্রদেশের। কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়তেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। কিশোরীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, কিশোরী তার মায়ের সঙ্গে থাকত। তার মায়ের দাবি, মেয়ে কোনওদিন কিছু জানায়নি। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর শরীর খারাপ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় জানা যায়, কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা। তার পরই ধর্ষণের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। কিশোরীর মা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এই ঘটনায় জড়িত ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে এক জন নাবালকও রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিশোরী যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ত, সেই সময় প্রথম তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

একাদশতম আন্তর্জাতিক যোগদিবস উপলক্ষে সাধারণের পাশাপাশি যোগ করেন রাজনৈতিক বিশিষ্টরাও। (বাম থেকে ডাইনে) কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, বিজেপি নেত্রী হেমা মালিনী।

আজীবন ক্ষমতায় থাকতে নেতানিয়াহু যুদ্ধ করছেন: বিল ক্লিনটন

ওয়াশিংটন, ২১ জুন: ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর প্রসঙ্গে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। তিনি বলেন, নেতানিয়াহু আজীবন ক্ষমতায় থাকতে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। একটি অনুষ্ঠানে বিল ক্লিনটন বলেন, নেতানিয়াহু সুযোগ বুঝে হামলা করেছেন, যুদ্ধ করতে তিনি বহুদিন ধরেই চাইছিলেন। আমার মনে হয় মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই বিষয়ে সদর্থক ভূমিকা নেওয়া উচিত, দু'দেশের হামলায় যে হত্যালীলা চলছে তা বন্ধ করা প্রয়োজন। কোনও রাষ্ট্রপ্রধানই যুদ্ধ চান না, আমাদের মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির পাশে দাঁড়াতে হবে। যুদ্ধ হলে শুধু অন্য দেশের ক্ষতি নয়, নিজের দেশের ক্ষতি, সাধারণ মানুষের ক্ষতি। যদিও, মিশন ইরান নিয়ে প্রস্তুত ট্রাম্প প্রশাসন। যুদ্ধ নিয়ে আগে থেকে কোনও ঘোষণা নয়, হামলার ঠিক এক সেকেন্ড আগে তিনি পদক্ষেপ নেবেন বলে ট্রাম্প আগেই জানিয়েছেন।

কানাডায় ভারতীয় ছাত্রীর মৃত্যু

ওটায়া, ২১ জুন: রহস্যজনকভাবে কানাডায় মৃত্যু হল ভারতীয় ছাত্রী তনয়া ত্যাগীর। এই নিয়ে চতুর্থবার কোনও ভারতীয় ছাত্রীর মৃত্যু হল, ফলতই ভারতীয় পড়ুয়াদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। জানা গিয়েছে, তনয়া ক্যালগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুড সেফটি ও কোয়ালিটি নিয়ে মাস্টারি ডিগ্রি নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। কানাডা প্রশাসনের তরফ থেকে তনয়ার মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার পরই জানা যায়, তনয়া ১৭ জুন কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। যদিও এই তথ্য নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। মৃত ছাত্রীর পরিবার ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে দেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য চেয়েছে। উল্লেখ্য, তনয়া ত্যাগীর মৃত্যু আবারও ভারতীয় পড়ুয়াদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল। বার বার কেন ভারতীয় পড়ুয়াদের মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER

Sealed tenders are invited by the Prodhan, **Rahamatpur Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NEMO NO- RGP/294/15th CFC/ 2025-26.** Last date of application **27.06.2025 up to 3p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Rahamatpur Gram Panchayat.

টেন্ডার নোটিশ

রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গত 2024-25 অর্থবর্ষের 15th FC প্রকল্পের 2nd ইনস্টলমেন্ট এর মজুত অর্থ থেকে নিম্নলিখিত NIT এর মাধ্যমে কাজ গুলো রূপায়ণের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। উক্ত NIT তে উল্লেখিত কাজ গুলি সরকারি ভাবে সঠিক নিয়মে রূপায়ণের জন্য ও এলাকার আগ্রহী এজেন্সি দেরকে জানানো উদ্দেশ্য স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে সরকারি অর্থ সঠিক ব্যবহার জন্য সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করা হইলো। NIT তে ইচ্ছুক অংশ গ্রহণকারীদের NIT তে উল্লেখিত সরকারি সবনিয়ম বলবৎ থাকবে। স্বা-প্রধান,
রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

OFFICE OF THE COUNCILLORS
EGRA MUNICIPALITY
Egra, Purba Medinipur
e-Tender Notice

e-Tender are invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible tender vide (1) NI(e)T No.-WBMAD/ULB/EGRA/NI(e)T-04/Bitu.Rd.(DMA)/2025-26,Date-19/06/2025 (2) WBMAD/ULB/EGRA/NI(e)T-05/GCM 2025-26, Date- 21/06/2025. Other details can be seen from the https://wbtenders.gov.in & Notice Board of the undersigned or website www.egramunicipality.org.in

Sd/-
Chairman,
Egra Municipality

Khosalpur Gram Panchayat
Under Amta-1 Panchayat Samity
Amta, Howrah

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 2 nos. development work(s) vide **Memo No.: WB/HWH/AMTA-1/KGP/25/NIT/95, Date: 20.06.2025.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **20.06.2025 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **30.06.2025 up to 06:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **03.07.2025 at 11:00 AM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Khosalpur Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপ্রভাত

মাহেশের স্নানযাত্রা

সিদ্ধার্থ সিংহ

মাহেশের জগন্নাথদেবের মন্দির সম্বন্ধে কথিত আছে যে, পুরী থেকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব গঙ্গাস্নান করে মাহেশে এসে বিশ্রাম করেছিলেন বলে এখানেই মন্দির নির্মাণ করা হয় এবং সেই মন্দিরে দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। জগন্নাথদেবের সেই স্নানের ঘটনাকে স্মরণ করেই প্রতি বছর রথের ঠিক আগেই জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মহা ধুমধামের করে স্নানযাত্রা উৎসব পালন করা হয়।

এ বছর ৬২৯তম বর্ষে পা রাখেছে ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীনতম এবং বাংলার প্রাচীনতম শ্রীরামপুরের সেই ঐতিহাসিক*মাহেশের*স্নানযাত্রা।

১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে যে নিয়মনিষ্ঠা মেনে*স্নানযাত্রা*শুরু হয়েছিল, আজও সেই প্রথা মেনেই ভোর থাকতেই তিন বিগ্রহকে মন্দিরের বাইরে স্নানপিড়ি ময়দানে এনে রাখা হয়।

তার বহু আগে থেকেই অবশ্য স্নানমঞ্চকে ঘিরে শুরু হয়ে যায় তোড়জোড়। মন্দির গর্ভ থেকে স্নানমঞ্চ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে করা হয় শুদ্ধিকরণ। ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে যাতে স্নানযাত্রায় কোনও বিঘ্ন না ঘটে, সে জন্য পুরো জায়গাটা ঘিরে ফেলা হয়। মহন্তরা নতুন বস্ত্র পরে ২৮ ঘড়া গঙ্গাজল আর দু'মণ দুধ দিয়ে জগন্নাথদেবের বিগ্রহকে স্নান করান। সঙ্গে স্নান করানো হয় বলরাম আর শুভদ্রাকেও।

জনশ্রুতি আছে, এই স্নানের পরেই জগন্নাথদেবের ধুম জ্বর আসে। তাই স্নানযাত্রার পরে তিন বিগ্রহকেই কম্বল দিয়ে মুড়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে রাখা হয়।

এরপর রথের আগের দিন জগন্নাথদেবকে পরানো হয় রাজবেশ। ভগবানের সেই রূপকে নবযৌবন বলা হয়।

প্রথা মাফিক, রথযাত্রার সময়*মাহেশের*স্নানপিড়ি ময়দানে এক মাস ধরে মেলা চলে। শ্রীরামপুরের মাহেশের জগন্নাথদেবের মূল মন্দির থেকে জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রাকে বের করে এনে বসানো হয় ৫০ ফুট উচু রথে। জিটি রোড দিয়ে সেই রথ লক্ষ লক্ষ মানুষ টেনে নিয়ে যায় গুন্ডিচা মন্দিরে, মানে জগন্নাথদেবের মাসির বাড়িতে। উল্টোরথের দিন আবার রথটিকে জগন্নাথ মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়।

যে ৯ দিন জগন্নাথদেব রাধাবল্লভের ঘরে থাকেন, তার নাম গঞ্জবাড়ি।

শুধু যে পুন্য করার জন্যই লোকজন*স্নানযাত্রায় যান তা নয়, আগেকার দিনে বেশির ভাগ বাবুরা আমোদ-প্রমোদ করতেই যেতেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতুম প্যাঁচার নকশা'য় সেই ছবি ধরা পড়েছে। তিনি লিখেছেন, 'পূর্ব্বে স্নানযাত্রার বড় ধুম ছিল; বড় বড় বাবুরা পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় বাচখ্যালা হতো, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে খ্যামটা ও বাইয়ের হাট লেগে যেতো! কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

এই মেলায় শুধু বাইজিদের চটকদার নাচ কিংবা জুয়াখেলাই নয়, মেয়েদেরও কেনাবেচা হত। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে রথযাত্রা উপলক্ষে একজন লোক জুয়াখেলার জন্য মেলায় তাঁর স্ত্রীকে পর্যন্ত বিক্রি করেছিলেন।

১২২৬ সালের ৬ই আষাঢ় 'সমাচার দর্পণ'-এ সে খবর ফলাও করে ছাপাও হয়েছিল। খবরে লেখা হয়েছিল; এখানে প্রথম দিনে অনুমান এক দুই লক্ষ দর্শনার্থী আইসে এবং এই যাত্রার সময় অনেক স্থান হইতে অনেক অনেক লোক আসিয়া জুয়াখেলা করে। ইহাতে কাহারো কাহারো সর্বস্ব নাশ হয়। এইবার*স্নানযাত্রার সময়ে দুইজন জুয়া খেলাতে আপন যথাসর্বস্ব হারিয়া পরে অন্য উপায় না দেখিয়া আপন যুবতী স্ত্রী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল এবং তাহার মধ্যে একজন খানকীর নিকটে দশ টাকাতে আপন স্ত্রী বিক্রয় করিল।'

সেকালে মাহেশের স্নানযাত্রায় কী রকম লোকসমাগম হত এবং এই উৎসব ঘিরে বাবুরা কী ভাবে আমোদ-প্রমোদ করত, তা সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে*স্নানযাত্রা*নিয়ে লেখা কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি কবিতায়। কবিতাটির কোথাও কোথাও অশ্লীলতা থাকলেও, তখনকার সামাজিক অবস্থা কী রকম ছিল, তা স্পষ্ট ধরা পড়েছে। তিনি লিখেছেন;

বৃষপূর্ণিমার দিবা,/ অপার আনন্দ কিবা/ মাহেশে সুখের মহামেলা/*স্নানযাত্রা*প্রতি বর্ষে,/ এই দিন মহা হর্ষে,/মেলা পেয়ে করে সবে খেলা / হাড়ি মুচি যুগী জোলা,/ কত বা সেখের জোলা/ জাঁকে জাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে।/ ঠেলাঠেলি চুলো চুলি,/ কাঁকে কাঁকে ঝুলোঝুলি/ লোকারণ্য জলে আর স্থলে।।/ আগে পাছে পাকাপাকি/ আঁকা আঁকি তাকা তাকি/ ঝাঁকা-ঝাঁকি স্থান নাহি পায়।/এসে বাড়ী যত রাড়ী/ কাঁকে ক'রে কেলে হাঁড়ি/ হাতে পাখা কট্টাল মাথায়।।/ ভদ্র যত মন শাদা/ পরস্পর করি চাঁদা,/ রচির তরণী লয়ে ভাড়া।/ যাহাতে আসক্তি যাঁর/ সেই শক্তি সঙ্গে তার,/ গরবেতে গোঁপে দেয় চাড়া।।/ গায়ে বাটি/ তবলায় মুখে চাঁটী,/ পরিবাটী খান কসে কসে।/ পূর্ণ হ'লে ইচ্ছে যেটা,/ স্নান আর দেখে কেটি/ প্রধান পান এক ঠাঁই বসে।।/ লম্পট যুবক যারা/ বাচ করে ফেরে তারা/ ধীরে ধীরে তীরে চালে ডিঙ্গে।

বছর বছর ভিড় বাড়লেও গত বছর অতিমারির কারণে কোভিড রীতি মেনে মাত্র কয়েকজন মহন্ত আর সেবাইতের উপস্থিতিতে স্নানপিড়ি ময়দানে নয়, মূল মন্দিরেই আয়োজন করা হয়েছিল*স্নানযাত্রা।

এমনকী ভক্তদের ভিড় এড়াতে*মাহেশের*জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যেই অস্থায়ী ভাবে তৈরি করা হয়েছিল জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি। বিগ্রহের বদলে শুধু নারায়ণ শিলাকেই জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি গুন্ডিচা মন্দিরে পাঠানো হয়েছিল।

তাতে অবশ্য রীতি, আচারে এতটুকুও ফাঁক থাকেনি। নিষ্ঠা ভরেই পালিত হয়েছিল জগন্নাথের*স্নানযাত্রা।

তার আগের দু'বছর অতিমারির কারণে সেই আড়ম্বরেও ছেদ পড়েছিল।

ঐতিহাসিক এই রথে প্রতি বছর জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে বসানোর পরে একটি বিশেষ পুজো করা হয়। সেই পুজো দামোদর পুজো নামে খ্যাত। রথ যাত্রায় এখানে ভোগ হিসেবে থাকে পোলাও, খিচুড়ি, আলুরদম, ধোঁকার ডালনা, পনির এবং পায়েস।

সোজা রথ থেকে উল্টো রথ অবধি প্রতিদিন নানা রকমের পদ রান্না করে দেওয়া হয় জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাকে।

মাহেশের জগন্নাথ মন্দির ও রথযাত্রা উৎসবের পিছনে একটি কিংবদন্তি রয়েছে। সেটি হল, চতুর্দশ শতকে ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক বাঙালি সাধু পুরীতে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল যে তিনি জগন্নাথদেবকে নিজের হাতে ভোগ রেঁধে খাওয়াবেন। কিন্তু পুরীর মন্দিরের পাণ্ডারা বাধ সাধায় তিনি তা করতে পারলেন না। তখন দুঃখিত হয়ে তিনি আমরণ অনশনে বসলেন।

তিন দিন পরে জগন্নাথদেব তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, ধ্রুবানন্দ, বঙ্গদেশে ফিরে যাও। সেখানে ভাগীরথী নদীর তীরে মাহেশ নামে এক গ্রাম আছে। সেখানে যাও। আমি সেখানে একটি বিরাট দারুব্রহ্ম (নিম গাছের কাণ্ড) পাঠিয়ে দেব। সেই কাঠে বলরাম, সুভদ্রা আর আমার মূর্তি গড়ে পুজো করো। আমি তোমার হাতে ভোগ খাওয়ার জন্য উদগ্রীব।

এই স্বপ্ন দেখে ধ্রুবানন্দ মাহেশে এসে সাধনা শুরু করলেন। তারপর এক বর্ষার দিনে মাহেশ ঘাটে একটি নিমকাঠ ভেসে এল। তিনি জল থেকে সেই কাঠ তুলে তিন দেবতার মূর্তি বানিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পরে শ্রীচৈতন্য পুরীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথে তিনি মাহেশে পৌঁছেছিলেন। ধ্রুবানন্দের মন্দির পরিদর্শন করার পরে তিনি তাঁর জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন এবং গভীর সমাধিতে মগ্ন হন। শ্রীচৈতন্য মাহেশকে 'নব নীলাচল' অর্থাৎ 'নতুন পুরী' বলে নামকরণ করেছিলেন।

পরে বৃদ্ধ ধ্রুবানন্দ তাঁকে মন্দিরের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এতে মহাপ্রভু কমলাকার পিপলাইকে মন্দিরের ভার দেন। যিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বাদশ গোপালদের মধ্যে পঞ্চম। এর কিছুদিন পর ধ্রুবানন্দ দেহ রাখেন।

কমলাকার সুন্দরবনের খালিঝুলির জমিদারের পুত্র। তিনি যুক্তিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে নবদ্বীপে এলেন। পরে তিনি মহাপ্রভুর একজন প্রিয় শিষ্য হয়ে ওঠেন এবং তাঁর মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন।

তিনি ৬৪ মহন্তের মধ্যে প্রথম। মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরে ভার গ্রহণ করার পর, তিনি সেখানে থাকতে শুরু করেন। তিনিই এই বিখ্যাত রথ উৎসব ৬২৭ বছর আগে শুরু করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা এখনও সেবাইত বা মন্দির 'অধিকারী' হিসেবে মাহেশে বসবাস করেন।

এই কমলাকার পিপলাই-ই ৬২৭ বছর আগে, মানে ১৩৯৬ বঙ্গাব্দে তৈরি করেন শ্রীরামপুরের ১২৫ টন ওজনের ৫০ ফুট উচু, ১২ চাকার প্রথম রথযাত্রা।

পরবর্তিকালে ১৭৫৫-এ কলকাতার নয়নচাঁদ মল্লিক মাহেশে জগন্নাথদেবের মন্দির তৈরি করেছিলেন, যা আজও রয়েছে।

মাহেশের*রথ পুরীর মতো কাঠের নয়। এটা সম্পূর্ণ লোহার রথ। যা ১৩৮ বছরের পুরনো। এখানে পুরীর মতো জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার আলাদা আলাদা রথ নেই । একটি রথেই তিন দেবতা পূজিত হন। আগে এই রথ কাঠের ছিল। যদিও দীর্ঘ দিন ধরে সেই রথ পুজিত হতে হতে কাঠের সেই রথে ক্ষয় ধরতে শুরু করে।

শ্যামবাজারের বসু পরিবারের সঙ্গে মাহেশের*অধিকারী পরিবারের দীর্ঘ দিনের যোগাযোগ। তাঁরা জগন্নাথ মন্দিরের সেবক। তাঁরা ইচ্ছা প্রকাশ করেন নতুন রথ তৈরি করে দেবেন। ১৩৭ বছর আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কাঠের রথ বদলে ফেলা হবে। রথ হবে লোহার। সেই রথ এখনও পুজিত হয়ে আসছে

সে যুগে ২০ হাজার টাকা খরচ করে শ্যামবাজারের বসু পরিবারের সদস্য হুগলির দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র বসু রথটি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। রথটিতে রয়েছে মোট ১২টি লোহার চাকা এবং দু'টি তামার ঘোড়া।

পুরীর পাশাপাশি মাহেশেও জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রী চৈতন্যদেব, শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, মা সারদাদেবী, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীদের পদধূলিতে ধন্য হয়েছে। স্থানীয় মানুষজন তথা দূরদূরান্তের ভক্তদের কাছেও এই*স্নানযাত্রা*ও রথযাত্রার গুরুত্ব অপরিসীম।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাহেশের রথ এবং মেলা ঘুরে এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, একটা গোটা উপন্যাসই লিখে ফেলেছিলেন। উপন্যাসটির নাম 'রাধারাণী'। সেখানে মাহেশ রথযাত্রার বিস্ময়কর বিবরণ পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে জগন্নাথ মন্দির কমিটির সম্পাদক পিয়াল অধিকারী বলেন, প্রতি বছর বিভিন্ন জায়গা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ মাহেশে উপস্থিত হয়ে প্রভু জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা এবং রথযাত্রায় সামিল হন। প্রভুর আশীর্বাদ নেন। কিন্তু মহামারীর জেরে মাঝের দু'বছর মহাপ্রভুর রথযাত্রা এবং স্নানযাত্রা মূল মন্দিরেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই কড়াকড়ি বিধি-নিষেধ আর নেই। অনেকটাই শিথিল করা হয়েছে।

স্মৃতির পাতায় সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়

ডাঃ শামসুল হক

১৯ শে জুন ২০২৫ বৃহস্পতিবার, বাংলা সাহিত্য জগতের অতি বিষাদময় একটা দিন হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে রইল। এই দিনই চলে গেলেন বাংলা সাহিত্যের মহান স্রষ্টা প্রফুল্ল রায়। ওপার বাংলায় তাঁর জন্ম হলেও তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কিন্তু কেটেছে এপার বাংলায়। মাত্র ষোল বছর বয়সেই তিনি তাঁর নিজের জন্মভূমি ঢাকার বিক্রমপুর ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। পড়াশোনার কাজ ও চলেছে দুই বাংলার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন শিক্ষায়তনেই। তবে শিক্ষা দীক্ষার পর বেঁচে থাকার জন্য তিনি ভরসা রেখেছিলেন কলকাতার উপরই। অর্থাৎ রুজি রোজগারের জন্য তাঁর একমাত্র ভরসার স্থান ছিল এই বাংলাই।

দীর্ঘদিন বার্ধক্য জনিত কারণে শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিকেই ভীষণ চিন্তিতও ছিলেন তিনি। নব্বই বছর বয়সেও নিজেকে তরতাজা রাখার চেষ্টা করলেও সময়ই তাঁকে সেইভাবে থাকার সুযোগ দেয়নি। দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে উঠেছিল শরীর। আবার ডায়াবেটিস এবং স্নায়ুর সমস্যাও মানুষটাকে ভীষণভাবে কাবু করে ফেলেছিল।

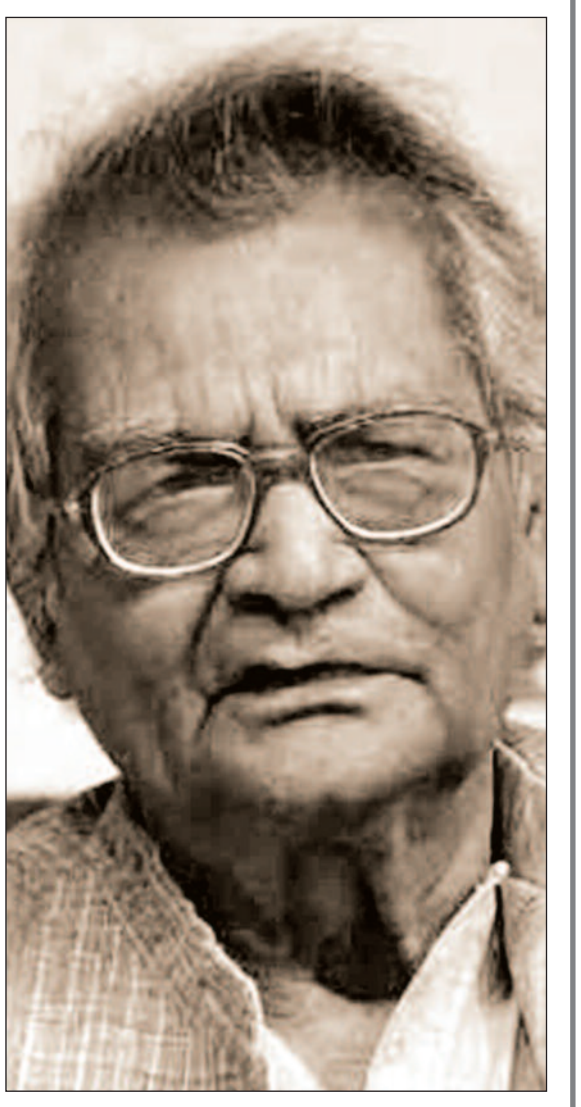

মোটামুটিভাবে এই ধরণের সমস্যা তাঁর চলছিল এক বছর ধরেই। তাই এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাঁকে একটা বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চলছিল চিকিৎসার কাজও।

লেখালেখির নেশা ছিল ছেলেবেলা থেকেই। কলকাতায় এসে সেটা আবার বেড়ে যায় আরও বহুগুণ। আর তাঁর সেই ক্ষুরধার লেখনীর দৌলতেই বিভিন্ন সময়ে নানান সংবাদপত্র গোষ্ঠী বা পত্রিকা দপ্তরের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন তিনি। ১৯৯২ সালে তিনি যোগ দেন সংবাদ প্রতিদিন কাগজের দপ্তরে। সেখানে সাহিত্য বিভাগেরই বিভাগীয় সম্পাদক হিসেবে সম্মানের সঙ্গেই পালন করেছেন নিজ দায়িত্বও ।

সাহিত্য জগতে তিনি পেয়েছেন যথাযোগ্য মর্যাদাও । ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস পূর্ব পার্বতী। তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তাঁর কলমের গতি এবং লিখতে থাকেন একের পর এক রচনাও। সেগুলো প্রকাশিত হতে থাকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতেও । একসময় প্রকাশিত হয় গ্রন্থ আকারেও এবং তোলপাড় শুরু হয় বইপাড়াতেও।

২০০৩ সালে ক্রান্তিকাল উপন্যাসের জন্য তিনি পান সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার। পেয়েছেন বঙ্কিম পুরস্কার সহ আরও অনেক পুরস্কারও । লিখেছেন শতাধিক গ্রন্থ। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-সহ সাহিত্যের সকল শাখাতেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণও।

ভীষণ ভ্রমণ রসিক মানুষ ছিলেন তিনি। ঘুরেছেন সারা দেশও। অনেক দুর্গম এলাকাতেও পা রেখেছিলেন তিনি। তাই হরেক রকমের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন ও হতে হয়েছিল তাঁকে। আর সেইসব কথাই তিনি লিখতেন তাঁর হরেক রকমের রচনাবলীরই মধ্যে। আর ঠিক সেই কারণেই তাঁর লেখার মধ্যেই আমারা খুঁজে পাই সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের কথা। পাই অনেক সংগ্রামের কথাও। আবার সেইসব লেখনীর মধ্যে ফুটে উঠেছিল দেশ ভাগের কথাও।

১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এগারো তারিখে তাঁর জন্ম ওপার বাংলার ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ সালে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। আর এই শহরেই তাঁর মৃত্যু হয় ২০২৫ সালের ১৯ জুন। ভ্রমণ পিপাসু একজন মানুষকে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাতে হয়েছিল একেবারে ঘরকুনো হয়েই। আর সেটাই হয়তো তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।